NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ নোবেল পুরস্কার কেড়ে আন্তর্জাতিক কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হোক ইউনূসকে

ভারতীয় ক্রিকেটের 'ব্ল্যাক সানডে', তিন প্রতিযোগিতায় হার ভারতের ৮

কলকাতা ৯ ডিসেম্বর ২০২৪ ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৭৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 9.12.2024, Vol.18, Issue No. 178 8 Pages, Price 3.00

আজ ভারত-বাংলাদেশ বিদেশসচিব পর্যায়ের বৈঠক

বিএনপির মিছিল আটকাতে ভারতীয় দূতাবাসের কাছে ব্যারিকেড পুলিশের

ঢাকা, ৮ ডিসেম্বর: সোমবার ভারত-বাংলাদেশ বিদেশসচিব পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিতে ঢাকায় যাচ্ছেন বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রী। তার আগে রবিবার ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে মিছিল করল বিএনপি।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি খালেদা জিয়ার বিএনপি। রবিবারের এই কর্মসূচিতে ছাত্র দল, যুব দল এবং স্বেচ্ছাসেবক দল সহ বিএনপির তিনটি শাখা যোগ দেয়। ঢাকার নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয় মিছিল। তবে ভারতীয় দূতাবাসের কাছে পৌঁছনোর আগেই মিছিল আটকে দেয় বাংলাদেশের পুলিশ। রামপুরার কাছে ব্যারিকেড করে বিএনপির মিছিল থামানো হলে একটি প্রতিনিধি দল ভারতীয় দূতাবাসে যায় এবং স্মারকলিপি জমা দেয়।

সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ এবং সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারির পর থেকে ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। সে দেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের তদারকি সরকারকে বার বার ভারত অনুরোধ করেছে। চিন্ময়কৃষ্ণের আইনি অধিকার নিশ্চিতের কথাও বলা হলেও, তা যে বিশেষ পছন্দ করছে না বাংলাদেশ, সেটা বলাই বাহুল্য। অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্য দেশের কথা বলা নাপসন্দ ইউনূস প্রশাসনের। তাদের দাবি, সে দেশে সংখ্যালঘুরা নিরাপদেই রয়েছেন। সম্প্রতি, আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভের সময়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী এড়িয়ে প্রবেশ করে যান একদল মানুষ। ওই ঘটনার নিন্দা করেছে বিদেশ মন্ত্রক। একাধিক গ্রেপ্তারিও হয়েছে।

রবিবার ভারতীয় দূতাবাসে বিএনপির তরফে যে জমা দেওয়া স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়, তাতে আগরতলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করার সঙ্গে দু'দেশের টানাপোড়েনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে অবন্ধুসুলভ বলেও মনে করছে তারা। বাংলাদেশ ত্যাগের পর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার ভারতে আশ্রয় নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে বিএনপি। তাদের দাবি, ভারতে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে হাসিনা বাংলাদেশের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন। এটি বাংলাদেশের জনগণ ইতিবাচক ভাবে নিচ্ছে না বলে দাবি খালেদার দলের।

ভারতীয় দূতাবাসে জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে বিএনপি জানিয়েছে, সমতা, পরস্পরের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস এবং সম্মানের ভিত্তিতে দু'দেশের সম্পর্ক মজবুত হবে। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দু'দেশের স্থিতিশীল এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রয়োজন রয়েছে বলেও মনে করছে তারা।

সোমবার বাংলাদেশের বিদেশ সচিবের সঙ্গে দেখা করার কথা ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রীর। ঢাকায় দু'দেশের বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে রবিবার বিএনপির এই মিছিল এবং স্মারকলিপি জমা দেওয়াকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। অনেকের মতে, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিএনপিই সে দেশে প্রধান রাজনৈতিক দল হিসাবে উঠে এসেছে। সম্প্রতি মুহাম্মদ ইউনূস সে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে বৈঠক ডাকেন। সেখানেও আওয়ামি লিগ কিংবা জাতীয় পার্টি (এরশাদ)-এর কোনও প্রতিনিধিকে দেখা যায়নি। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ছিল একমাত্র বিএনপি।

রবিবার বিএনপির মিছিলের জন্য ঢাকার রাজপথ কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে হড়ে। নয়া পল্টন থেকে রামপুরা সেতু পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে মিছিল। রামপুরায় পুলিশ ব্যারিকেড করে মিছিল আটকে দেয়।

বাংলাদেশে ফেরার চেয়ে জেল শ্রেয়!

আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: বাংলাদেশে আর ফেরার চেয়ে জেলে যাওয়া শ্রেয় বলে মনে করছেন সীমান্ত পেরিয়ে ত্রিপুরা দিয়ে ভারতে ঢুকে পড়া বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার ধানপুর গ্রামে বাসিন্দা শঙ্করচন্দ্র সরকার। তিনি ভারতে ঢোকার সময় ত্রিপুরার ধলাই জেলার আমবাসা থানা এলাকায় রেলপুলিশের হাতে ধরা পড়তেই শঙ্করের কাতর আর্জি, তাঁকে মারলেও ভারত ছেড়ে যাবেন না।

পেশায় অটোচালক শঙ্কর। শনিবার ত্রিপুরা হয়ে ভারতে ঢুকতেই আটক করা হয় শঙ্কর এবং তাঁর পরিবারের নয় সদস্যকে। শঙ্করের সঙ্গে ভারতে এসেছেন তাঁর স্ত্রী, সন্তান, ভাই এবং বাবা। এক সংবাদমাধ্যমের কাছে শঙ্করবাবুর দাবি, 'বাংলাদেশে আমরা নিরাপদ নই। ক্রমাগত হুমকি আর

হামলার মুখে পড়তে হচ্ছে। অভিযোগ দায়েরও করা যাচ্ছে না। অটো চালিয়ে রোজগার করি। কিন্তু এখন তা-ও করা সম্ভব হচ্ছে না।' এরপরই শঙ্করবাবু বলেন, 'শান্তির খোঁজে সীমান্ত পেরিয়ে চলে এসেছি। যদি জেলে যেতেও রাজি আছি। তবে বাংলাদেশে ফিরব না।'

শঙ্করবাবু আরও জানান, সারা রাত জঙ্গলে কাটিয়ে তারপর সীমান্ত পেরিয়ে ভোরে ত্রিপুরায় ঢুকেছেন। এক ব্যক্তি সীমান্ত পার হতে সহযোগিতা করেছেন। তারপর ত্রিপুরার আমবাসা থেকে ট্রেনে করে অসমের শিলচরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমবাসা রেলস্টেশন থেকে শঙ্করবাবু এবং তাঁর পরিবারকে আটক করা হয়।

আমবাসা রেলপুলিশ আধিকারিক পিন্টু দাস বলেন, 'আমরা খবর পাই বাংলাদেশের একটি পরিবার আমবাসা স্টেশনে জড়ো হয়েছে। তারা একটি অটোতে করে স্টেশনে এসেছিল। স্টেশনের বাইরেই অপেক্ষা করছিল। সন্দেহ হওয়ায় তাঁদের আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁরা জানান যে, বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছেন। দলে তিনজন পুরুষ, ছয় মহিলা এবং একটি শিশু রয়েছে।' রেলপুলিশ আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, জেরায় তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, ধলাই জেলার কমলপুর হয়ে ত্রিপুরা দিয়ে শিলচর যাচ্ছিলেন।

কৃষকদের 'দিল্লি চলো' অভিযানে ফের ফাটল কাঁদানে গ্যাসের শেল

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর: কৃষকদের 'দিল্লি চলো' কর্মসূচিতে রবিবারও কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাল পুলিশ। রবিবার পঞ্জাব-হরিয়ানার শম্ভু সীমানা থেকে দিল্লির দিকে কৃষকরা এগোনো শুরু করতেই বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ। এর আগে শুক্রবারও পুলিশের কাঁদানে গ্যাসের শেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অন্তত ছ'জন কৃষক। রবিবারও তিনজন আন্দোলনকারী কৃষক অসুস্থ হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।

ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, কৃষি ঋণ মকুব, পেনশনের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতের বিল না-বাড়ানোর মতো বেশ কয়েকটি দাবিতে দিল্লি অভিযানের ডাক দিয়েছে পঞ্জাব এবং হরিয়ানার কৃষক সংগঠনগুলি। প্রথমে শুক্রবার এই কর্মসূচি পালনের কথা ছিল। কিন্তু সে দিন পুলিশের বাধা পেয়ে পিছু হটেন কৃষকরা।

এরপর রবিবার ফের তাঁরা 'দিল্লি চলো' কর্মসূচির ডাক দেন। সংযুক্ত কিষান মোর্চা এবং কিষান মজদুর মোর্চা রবিবার ১০১ জন কৃষককে নিয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে দিল্লির উদ্দেশে মিছিল করার ডাক দেয়।

কৃষকদের কর্মসূচির জন্য রবিবার সকাল থেকেই শম্ভু সীমানায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা ছিল। ব্যারিকেড করে রাখা হয় রাস্তা। কৃষকদের মিছিল সেই পথে এগোনোর চেষ্টা করতেই তাঁদের আটকে দেন পুলিশকর্মীরা। পুলিশের দাবি, ১০১ জন কৃষকের যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যাঁরা মিছিলে এসেছেন, তাঁরা সেই ১০১ জনের কেউ নন বলে সন্দেহ হওয়ায় তাঁদের পরিচয়পত্র যাচাই করতে চান শম্ভু সীমানায় মোতায়েন থাকা পুলিশকর্মীরা। তা নিয়ে নতুন করে শম্ভু সীমানায় উত্তেজনা ছড়ালে বেশ কয়েক দফায় কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ। যদিও আন্দোলনকারী কৃষকদের দাবি, তাঁরা শান্তিপূর্ণ ভাবেই মিছিল করতে এসেছেন। পুলিশ পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে তারা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

শুক্রবারের ঘটনার পর রবিবার পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে পারে ভেবে আন্দোলনকারী কৃষকদের অনেকেই আগাম প্রস্তুতি নিয়ে আসেন মিছিলে। কারও মুখে মাস্ক, কারও চোখে বিশেষ ধরনের চশমা। ব্যারিকেডের অপর প্রান্তে পুলিশকর্মীদের মাস্ক ও ধোঁয়া আটকানোর জন্য বিশেষ চশমা ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে শুরু করলে প্রাথমিক ভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যান আন্দোলনরত কৃষকেরা। তবে শম্ভু সীমানা ছাড়েননি তাঁরা।

পুলিশ আগেই জানিয়েছিল, আগামী ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি থাকায় রবিবারের অভিযান ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টির আশঙ্কা ছিলই। এর আগে গত মাসে ১৩ এবং ২১ তারিখও কৃষকরা দিল্লি যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তবে দিল্লি ঢোকার আগেই আটকে দেওয়া হয় তাঁদের। রবিবার ফের তাঁরা চতুর্থ বার দিল্লিযাত্রার প্রচেষ্টা করেন।

নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসব ফ্যাশন শোয়ে পাশাপাশি র‍্যাম্প ওয়াক করলেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া।

দামাস্কাসকে 'স্বাধীন' ঘোষণা বিদ্রোহীদের

দেশ ছাড়তেই নিখোঁজ আসাদের বিমান, জল্পনা

দামাস্কাস, ৮ ডিসেম্বর: রবিবার সকালেই সিরিয়ার রাজধানীতে ঢুকে দামাস্কাসকে 'স্বাধীন' বলে ঘোষণা করল সে দেশের বিদ্রোহী গোষ্ঠী। তাদের ঘোষণা 'যুগের অবসান'। তারপরই বিভিন্ন সূত্রে খবর মেলে, রাজধানী ত্যাগ করেছেন প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ। তাঁকে শেষবার বিমানে উঠতে দেখা গেলেও, তিনি কোথায় গিয়েছেন, তা স্পষ্ট নয়। তার মধ্যেই খবর ছড়ায় আসাদের বিমান আকাশপথে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! আর তাতেই জল্পনা শুরু হয়, তা হলে কি বিমান ভেঙে মৃত্যু হয়েছে আসাদের? গত কয়েক দিন ধরেই সিরিয়ার একের পর এক শহর দখল করতে শুরু করে সিরিয়ার দুই বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) এবং তাদের সহযোগী জইশ আল-ইজ্জার যৌথবাহিনী। রবিবার তারা রাজধানী দামাস্কাসে ঢুকে পড়ার পরই বিমান ধরে এই শহর ছাড়েন বাশার। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আকাশপথে তাঁর বিমানের খোঁজ না মেলায় জল্পনা শুরু হয়। অনেকেই দাবি করেন, বাশারের বিমান গুলি করে নামানো হয়েছে! যদিও এই সব খবরের সত্যতা প্রকাশ্যে আসেনি। বিদ্রোহী গোষ্ঠী বা সিরিয়ার সরকারের তরফেও কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। বিমানের অনলাইন ট্র্যাকার সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, সিরিয়ার একটি বিমান দামাস্কাস বিমানবন্দর থেকে সকালে উড়েছিল। প্রথমে দেখা যায় বিমানটি সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে। পরে আকস্মিক ভাবেই হোমস শহর পার হতেই কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না বিমানটির। শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিমানটি অদৃশ্য হওয়ার আগে খুব দ্রুত নীচের দিকে নামতে শুরু করে। তারপর আচমকাই অদৃশ্য হয়ে যায় সেটি। ওই বিমানেই বাশার ছিলেন বলে দাবি। আকাশপথে বিমান অদৃশ্য হওয়ার নেপথ্যে অনেক কারণ থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। হতে পারে ওই বিমানের জিপিএস জ্যামিংয়ের জেরে বিমানের গতিবিধি সম্পর্কিত তথ্য মেলেনি। কিংবা যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বিমানের গতিবিধির পুরনো তথ্যই দেখার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিমানটি গুলি করে নামানোর তথ্যও সামনে আসছে।

অনেকের মতে, দামাস্কাস থেকে বিমানটি রাশিয়ার দিকে যাচ্ছিল। সেখানেই নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার বন্দোবস্ত করেছিলেন বাশার। আবার কেউ কেউ বলছেন, দেশ ছেড়ে না-ও পালাতে পারেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট। দেশের মধ্যে যে সব এলাকা বিদ্রোহীদের দখলে নয়, সেখানেই আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। যদিও কোনও সূত্রই বাশারের সঠিক অবস্থান নিশ্চিত করতে পারেনি।

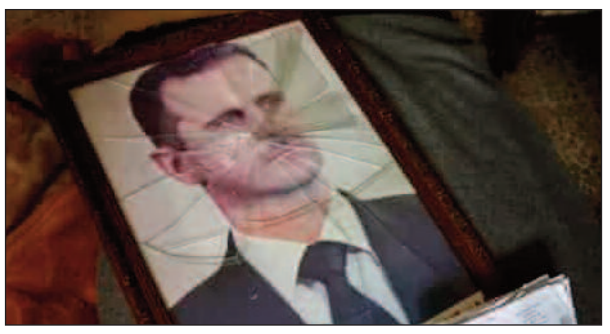

রবিবার সকালেই দামাস্কাসে প্রবেশ করে একে স্বাধীন শহর বলে দাবি করেছেন বিদ্রোহীরা। বাশার 'ক্ষমতাচ্যুত' হয়েছেন বলেও দাবি করছেন তাঁরা। প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ গাজি জালালিও জানিয়েছেন, তিনি ক্ষমতার হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত। দামাস্কাসের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্রোহীদের বিজয় উল্লাসের ছবিও প্রকাশ্যে আসছে। একই সঙ্গে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তথা বাশারের বাবা হাফিজ আল আসাদের মূর্তি ভাঙার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সমাজমাধ্যমে।

কাতারের দোহায় সিরিয়ার দূতাবাসে স্বাধীনতা উদযাপন শুরু হয়ে গিয়েছে। কাতারের সরকারি সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, দোহায় সিরিয়ার দূতাবাস থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে স্বাধীনতার ভোর শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

আমেরিকার জিত, হার রাশিয়ার!

দামাস্কাস পতনে কোন পথে 'স্বাধীন' সিরিয়া?

দামাস্কাস, ৮ ডিসেম্বর: রাশিয়া, আমেরিকা, ইরানের মতো শক্তিগুলোর আধিপত্য বিস্তারের খেলায় বোড়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে সিরিয়া! এমনটাই মত আন্তর্জাতিক মহলের।

পশ্চিম এশিয়ার রণাঙ্গনে প্রতিটা চাল যেন পড়ছে আমেরিকার মর্জিমাফিক। আপাতত সেখান থেকে পালানো ছাড়া মস্কোর সামনে যেমন অন্য পথ নেই, তেমনই ইরানের অবস্থাও তথৈবচ। এহেন পরিস্থিতিতে লাভের অংশ হিসাবনিকাশ করতে শুরু করেছে ওয়াশিংটন। সিরিয়ায় বাশার আল আসাদ সরকারের পতনে এমনই ব্যাখ্যা করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের একাংশ। তাঁদের দাবি, বিদ্রোহীদের দামাস্কাসে ঢোকা আদতে আমেরিকারই জয়। এবার অতি সহজেই পশ্চিম এশিয়ার দেশটিতে রাজত্ব করতে পারবে ওয়াশিংটন।

শুধু তাই নয়, আসাদ সরকারের পতনে সিরিয়ায় ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত রুশ সেনাছাউনি সরাতে বাধ্য হবে মস্কো। কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় সিরিয়ার রুশ

সেনাঘাঁটিগুলিকে সমঝে চলছিল আমেরিকার নৌসেনাও। দামাস্কাসের দখল বিদ্রোহীদের হাতে যাওয়ায় সেদিক থেকেও হাঁফ ছাড়ল আমেরিকা। তবে পশ্চিম এশিয়ার দেশটিতে বিদ্রোহীরা ক্ষমতায় আসায় সবচেয়ে প্যাঁচে পড়েছে ইরান। আমেরিকার এক নম্বর শত্রু এই শিয়া মুলুকটি এত দিন সিরিয়াকে বাফার রাষ্ট্র হিসাবে ব্যবহার করছিল। দামাস্কাসের মাটির ওপর দিয়েই লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লার কাছে পৌঁছচ্ছিল তেহরানের উন্নত ও সেরা হাতিয়ার। ইজরায়েলের উত্তর দিকে অবস্থিত লেবাননে দীর্ঘ দিন ধরেই হিজবুল্লার বাড়বাড়ন্ত রয়েছে। ইরানের মদতে প্রায়ই শিয়াপন্থী এই সশস্ত্র গোষ্ঠী ইহুদিভূমিতে আক্রমণ শানিয়ে থাকে। তেহরানের হাতিয়ার আসা বন্ধ হলে সেই পরিকল্পনা থেকে পিছু হটতে হবে তাঁদের। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের দাবি, সিরিয়ার সঙ্কটে পোয়া বারো হতে পারে ইজরায়েল এবং তুরস্কের। দুই রাষ্ট্রর কাছেই পশ্চিম এশিয়ার দেশটির বেশ কিছুটা জমি হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

বঙ্গের সনাতনীদের আত্মরক্ষায় 'বাড়িতে অস্ত্র রাখার' পরামর্শ অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজেদের আত্মরক্ষায় বাড়িতে অস্ত্র রাখার পরামর্শ দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। রবিবার জগদ্দল বিধানসভা এলাকায় দলের সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'বঙ্গে সনাতনীদের আত্মরক্ষায় বাড়িতে অস্ত্র রাখতে হবে।' তাঁর অভিযোগ, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মীরা চারদিনের মধ্যে কলকাতা দখলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এই বিষয়ে তিনি ট্যুইট করে সরবও হয়েছেন। তাঁর দাবি, 'জেহাদিরা ইতিমধ্যেই কলকাতার রাজপথ দখল করে নিয়েছে। দুর্গা কিংবা কালীর মূর্তি ভাঙা হচ্ছে। ছট পুজো করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কোথাও গন্ডগোল হলে জেহাদিদের ভয়ে পুলিশ পালিয়ে যাচ্ছে।' বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং দাবি করেন, 'জামাতের কাছে ইউনূস সরকার আত্মসমর্পণ করেছে। ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ তৈরি করেছিলেন। সেক্ষেত্রে মুক্তি বাহিনীর বড় ভূমিকা ছিল। সেই মুক্তি বাহিনী এখন নাম বদলে জামাত ও জেহাদি রূপে বাংলায় ঢুকে পড়েছে। ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র গড়ার পাশাপাশি সনাতনীদের একজোট হওয়ার বার্তা দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। তাঁর সংযোজন, বাংলাদেশ ইউনূস সরকারের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে জেহাদিদের রুখতে দলের সদস্যপদ গ্রহণ করে সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। প্রসঙ্গত, এদিন জগদ্দল মন্ডল-২ এবং জগদ্দল-৪ মন্ডলের পক্ষ থেকে জগদ্দল বিধানসভা এলাকায় সদস্যতা সংগ্রহ অভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়। শ্যামনগর ফিডার রোডের ঝাউতলা মোড় থেকে ভাটপাড়া পুর এলাকা এবং কাউগাছি-১ পঞ্চায়েত এলাকায় সদস্যতা অভিযান করা হয়। স্থানীয় দোকানদার এবং পথচলতি মানুষজন উৎসাহের সঙ্গে বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ করলেন। এদিনের কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা সঞ্জয় সিং, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী ও নির্মল দাস, বর্ষীয়াণ নেতা শ্যামল তলাপাত্র, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যা ভারতী সেনাপতি, স্বপন মন্ডল, দোলা শীল ও বিপ্লব ঘোষ-সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা।

হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেডের নয়া গর্ব রেস্তোরাঁ '১৯৪৬'

নিজস্ব প্রতিবেদন: হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেড গর্বের সাথে কলকাতার বুকে নতুন নিরামিষ রেস্টুরেন্ট '১৯৪৬' খুললো। ৪/১, শরৎ বোস রোড, মিন্টো পার্কের কাছে, ক্লাব প্রাঙ্গনে অবস্থিত এই রেস্তোরাঁটি একটি সমসাময়িক ট্যুইস্ট সহ ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় স্বাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

বাংলায় তথা কলকাতা এবং কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় অনেক মানুষ আছেন যারা নিরামিষ পছন্দ করেন। তাঁদের জন্য এবার নতুন উপহার। '১৯৪৬'-এ নো-পেঁয়াজ, নো-রসুন মেনু অফার করা হয়েছে অতিথিদের জন্য। দামও যথাযছ মূল্যে রাখা হয়েছে। মাত্র ১৫০ থেকে শুরু। ৫০০ টাকার মধ্যে দুজনের জন্য ভালো প্লেট অফার করছেন তারা। অনুষ্ঠানে হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেডের সভাপতি মিঃ ঋষভ সি. কোঠারি বলেন, '১৯৪৬-এর উদ্বোধন, কলকাতা শহরে একটি ব্যতিক্রমী রন্ধন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার। আমরা এমন একটি স্থান প্রদান করার লক্ষ্য রাখছি, যেখানে ঐতিহ্য নতুনত্বের সাথে মিলিত হয়েছে। এখানে প্রতিটি খাবার শুধুমাত্র খাবারের অভিজ্ঞতা নয় বরং স্বাদের উদযাপনও।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

আমি **SMT. SWAGATA RANI DEY**, স্বামী Sri Joydev Paul, পিতা Shri. Shribash Chandra Dey, ঠিকানা AG1 Mahavan Apartment, Abhay Nagar, P.O. - Sree Mayapur, P.S. - Nabadwip, District - Nadia, Pin - 741313, আমি আমার নাম পরিবর্তন করে **Swagata Rani Paul** নামে পরিচিত হলাম। সুতরাং 1st Class Judicial Magistrate at Calcutta, **vide affidavit no. 980 তারিখ 5th December 2024** –এ ঘোষনা করছি যে **Swagata Rani Paul** এবং **Swagata Rani Dey** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমি **SMT. AMBIKA RANI PAL**, স্বামী Sri Sudhanya Pal, ঠিকানা Hat Khola Par Patiram, P.O. - Atrai, P.S. - Balurghat, District - Dakshin Dinajpur - 733158 আমি আমার নাম পরিবর্তন করে **Ambika Paul** নামে পরিচিত হলাম। সুতরাং 1st Class Judicial Magistrate at Calcutta, **vide affidavit no. 978 তারিখ 5th December 2024** –এ ঘোষনা করছি যে **Ambika Rani Pal** এবং **Ambika Paul** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমি **SHRI. SUDHANNYA CHANDRA PAUL**, পিতা Sri Prannath Paul, ঠিকানা B S F Gate Par Patiram, P.O. - Atrai, P.S. - Balurghat, District - Dakshin Dinajpur, Pin - 733158 আমি আমার নাম পরিবর্তন করে **Sudhanya Paul** নামে পরিচিত হলাম। সুতরাং 1st Class Judicial Magistrate at Calcutta, **vide affidavit no. 979 তারিখ 5th December 2024** –এ ঘোষনা করছি যে **Sudhannya Chandra Paul** এবং **Sudhanya Paul** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই ডিসেম্বর । সোম বার। ২৩ শে অগ্রহায়ণ । নবমী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু ও বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

(ঋষি অরবিন্দ ঘোষ র মহাসমাধি দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীতের মরশুমেও ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়ার মত মশা বাহিত রোগের প্রকোপ উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে আক্রান্তর সংখ্যা ৩০ হাজার ছুঁতে চলেছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিসংখ্যাণে জানা গিয়েছে। ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে চলতি মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে ২৯ হাজার ৫২২ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। পরের ৫ দিনে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। গত এক সপ্তাহে রাজ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৩৪৬ জন। সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষা করানোর পর ডেঙ্গু পজিটিভ হয়েছেন ২৩ হাজার ৮৪ জন। বেসরকারি হাসপাতাল ও ল্যাবরেটরি থেকে পরীক্ষার পর ৬ হাজার ৪৩৮ জনের ডেঙ্গি ধরা পড়েছে। ডেঙ্গুর পাশাপাশি রাজ্যের ৮টি জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোও দেখা দিয়েছে। আলিপুরদয়ার, মালদা, দিনাজপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলা মিলিয়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ১২ হাজার ছাড়িয়েছে। এছাড়া হাওড়া, ব্যারাকপুর, সোদপুর, দমদম, কসবা, যাদবপুর, টালিগঞ্জ এবং আরও কিছু এলাকায় চিকুনগুনিয়া আক্রান্ত রোগী মিলছে। মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। মশা নিধন অভিযানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য দফতরের তরফে সচেতনতা প্রচারেও জোর দেওয়া হয়েছে। বাড়ির আশেপাশে কোথাও জমা জল যেন না থাকে, হাত পা ঢাকা দেওয়া জামা পরার কথা বলা হচ্ছে। রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বদনাম যতই হোক, সমালোচনা যতই হোক, পুলিশ আসলে 'বন্ধু'ই। জীবন বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন সব সময়ই। এবার রক্তদানে এগিয়ে এল হেস্টিং পুলিশ স্টেশন। তাদের আয়োজনে রক্তদান শিবির 'উৎসর্গ'তে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করে গেলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী বিকাশ জয়সওয়াল।

রেশনের চাল পাচার, ঘোলায় আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্রাকে করে রেশনের চাল পাচার করতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে ধরা পড়লো দুই ব্যক্তি। রবিবার প্রকাশ্য দিনের বেলায় ঘটনাটি ঘটেছে ঘোলা থানার বিলকান্দা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপুর লেনিনগড় এলাকায়। অভিযোগ, স্থানীয় রেশন ডিলার থেকে বস্তা বস্তা চাল ট্রাকে ভর্তি করা হচ্ছিল। ৪৫ বস্তা চাল ট্রাকে বোঝাই করে পাচারকারীরা পালানোর চেষ্টা করে। এলাকার লোকজন ধাওয়া করে ট্রাক-সহ দুই ব্যক্তিকে পাকড়াও করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ঘোলা ও নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ। ৪৫ বস্তা চাল-সহ দুজনকে পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়। এদিকে ঘটনাটি চাউর হতেই রেশন ডিলার দোকান বন্ধ করে পালিয়ে যায়। রেশনের চাল পাচার নিয়ে ব্যারাকপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সজল দাস বলেন, এই ধরনের ঘটনা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিষয়টি তিনি বিডিও-কে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, রেশনের চাল পাচারের ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তি পাওয়া উচিত।

সম্পর্কের টানাপোড়েন! প্রেমিকের যৌনাঙ্গ কাটলো হাওড়ার তরুণী

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কাটল প্রেমিকা! শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ডোমজুড়ের পার্বতীপুর শেখপাড়ায়। কী কারণে এই আচরণ তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তরুণীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। গুরুতর জখম অবস্থায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই যুবক। সূত্রের খবর, বেশ কিছু দিন ধরেই সম্পর্কে রয়েছেন ওই যুবক ও যুবতী। সব কিছুই ভাল চলছিল। যদিও হঠাৎ কোনও একটি বিষয় নিয়ে প্রেমিক এবং প্রেমিকার মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছিল। আর সেই রাগে প্রেমিকের যৌনাঙ্গ কেটে দিলেন তরুণী। খুনের চেষ্টার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন তরুণী। সব মিলিয়ে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই যুবক এবং যুবতীর দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক। দুই বাড়িই সম্পর্কের কথা জানত। কিন্তু সম্প্রতি দু'জনের মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না। তার মধ্যেই শুক্রবারের ওই ঘটনা। জানা যাচ্ছে, শুক্রবার রাতে প্রেমিককে নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠান ওই তরুণী। সেই মতো হাজিরও হন প্রেমিক। দু'জনে বেশ কিছু ক্ষণ কথাবার্তা বলেন। গল্প করতে করতে যুবককে বাড়ির কাছে বাগানে নিয়ে যান অভিযুক্ত যুবতী। সেখানে একটি গাছে প্রেমিকের হাত-পা বাঁধেন। চোখও বেঁধে দেন। তার পর ধারালো অস্ত্র বার করে প্রেমিকের যৌনাঙ্গে কোপ বসান তরুণী। পুলিশ সূত্রের খবর, জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্ত তরুণী জানিয়েছেন, তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতেন প্রেমিক। তাই তাঁকে জব্দ করতে এই কাণ্ড করেছেন। যদিও কী নিয়ে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছিল তাঁকে, তা বিস্তারিত ভাবে জানা যায়নি। হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসিপি (দক্ষিণ) সুরিন্দর সিংহ বলেন, 'হাওড়ার ডোমজুড় থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ পাওয়ার পরই ডোমজুড় থানার পুলিশ আধিকারিকেরা তদন্ত শুরু করেছেন।

দেশ ছাড়তেই নিখোঁজ আসাদের বিমান, জল্পনা

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে দাবি করা হয়েছে,'স্বৈরাচারের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে সিরিয়া।' সিরিয়ার বিদ্রোহী নেতা আহমেদ আল-শাহা জানিয়েছেন, আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির দেখভাল করবেন। রবিবার সকালে আসাদ রাজধানী ছাড়ার পরে প্রধানমন্ত্রী জালালি জানান, বিদ্রোহীদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে প্রস্তুত বাশারের সরকার। তবে তিনি চান, বিষয়টি শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হোক।

রবিবার সকালেও সিরিয়ার সেনা দাবি করেছিল, বেশ কিছু অঞ্চলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ জারি রয়েছে। হামা, হোমস্ এবং ডেরায় বিদ্রোহীদের ঠেকানোর চেষ্টা চলছে বলে দাবি করেছিল সেনা। কিন্তু তারপর থেকে সেনার তরফে আর কোনও বিবৃতি মেলেনি। রবিবার সকালে দামাস্কাসে বিদ্রোহীদের সমর্থকদের উদযাপন। তত ক্ষণে রাজধানী ছেড়েছেন প্রেসিডেন্ট আসাদ। সিরিয়ার দুই বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম এবং তাদের সহযোগী জইশ আল-ইজ্জার যৌথবাহিনী রবিবার সকালে দামাস্কাসে ঢুকে পড়ে। গত কয়েক দিন ধরেই সিরিয়ার একের পর এক শহর দখল করতে শুরু করেন বিদ্রোহীরা। রবিবার তাঁরা ঘিরে ফেলেন রাজধানী শহর দামাস্কাস।

রাজধানীতে তাদের প্রবেশ আটকাতে পারেনি সেনা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, এক প্রকার বিনা বাধায় রাজধানী দখল করে নেন বিদ্রোহীরা। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি সরকার। বিদ্রোহের ফলে দেশ জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, দামাস্কাসে রবিবার সকাল থেকে গুলির শধ পাওয়া যাচ্ছে। বাসিন্দারা ভয়ে বাড়ি থেকে বেরতে পারছেন না।

দামাস্কাস পতনে কোন পথে 'স্বাধীন' সিরিয়া?

প্রথম পাতার পর

এতে এক দিকে যেমন গ্রেটার ইহুদিভূমি তৈরির স্বপ্নপূরণের দিকে এক কদম এগোবে তেল আভিভ, অন্য দিকে তেমনই আরবে আধিপত্য বাড়বে আঙ্কারার।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞেরা আবার দামাস্কাসের পতনকে আমেরিকার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের 'মাস্টারস্ট্রোক' বলে উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে আরব দুনিয়া থেকে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হলেন তিনি। এর ফলে আগামী দিনে পশ্চিম এশিয়ায় নিজেদের প্রভাব ওয়াশিংটন কয়েক গুণ বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হবে।

২০১১ সালে প্রথম বার সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে মদত দেওয়া শুরু করে আমেরিকা। সেখানে আইএস জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত রুখতে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন নেটো ফৌজ একাধিকবার হামলাও চালিয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে সঙ্কট মেটাতে ক্রমাগত সিরিয়া বিভাজনের জিগির তুলে গিয়েছে আটলান্টিক-পারের সুপার পাওয়ার।

তারপরও রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সমর্থন থাকায় আসাদ সরকারের পতন ছিল একরকম অসম্ভব। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে বিশেষ সেনা অভিযানের সূচনা করে মস্কো। আমেরিকার প্রধান প্রতিরক্ষা কার্যালয় পেন্টাগনের পদস্থ জেনারেলরা বুঝেছিলেন হাতিয়ার সরবরাহ চালু রাখলে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের পক্ষে ইউক্রেন দখল খুব সহজ হবে না। এই সুযোগে নেটোভুক্ত দেশ তুরস্ককে দলে টেনে আসাদ-বিরোধী বিদ্রোহীদের পিছন থেকে মদত জুগিয়ে গেলে কেল্লাফতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আসাদ সরকারের কফিনে দ্বিতীয় পেরেকটি পুঁতেছে ইরান ও হিজবুল্লা বলে মনে করছে অনেকেই। গত বছরের অক্টোবর থেকে হামাসের গড় প্যালেস্টাইনের গাজায় একের পর এক হামলা চালিয়েছে ইহুদি ফৌজ। তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে আসরে নামে হিজবুল্লা। লেবাননের দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইরান মদতপুষ্ট ওই স্বশস্ত্র গোষ্ঠী। ফলে দ্বিতীয় মোর্চাতেও প্রত্যাঘাতের রাস্তায় হাঁটতে হয়েছে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সকে। যুদ্ধের মাঝেই ইহুদি গুপ্তচরেরা বুঝে যান হিজবুল্লাকে হাতিয়ার সরবরাহ করতে সিরিয়াকে ব্যবহার করছে ইরান। অবিলম্বে তা বন্ধ করার হুমকি দিয়ে প্রেসিডেন্ট আসাদকে সতর্ক করে তেল আভিভ। কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় সেখানে বিমানহানা চালায় আইডিএফ। ইজরায়েলি যুদ্ধবিমানের আচমকা আক্রমণে বড়সড় লোকসান হয় সিরিয়ার সরকারি সেনাবাহিনীর। তাঁদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রথমে দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আলেপ্পোকে নিশানা করেন বিদ্রোহীরা। গত ৫ ডিসেম্বর তাঁদের হাতে পতন হয় সামরিক দিক থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হামার। এর পর রাজধানী দামাস্কাসে ঢুকে পড়ে বিদ্রোহী সেনার দল। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দামাস্কাস বিদ্রোহীদের দখলে আসতেই দেশ ছেড়েছেন প্রেসিডেন্ট আসাদ। সিরিয়ার সেনাকর্তারা জানিয়েছেন, বিমানে উঠেছেন তিনি। তবে আসাদ কোথায় পালিয়েছেন, তা জানা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরে তিনি প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ গাজি জালালি।

গত ১৩ বছর ধরে চলা সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে আমেরিকার যে সমস্ত স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে, এমনটা ভাবলে ভুল হবে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের দাবি, এই অবস্থায় ঘুরে দাঁড়াতে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেন আসাদ। ঠিক যেমনটা ২০১৩ ও ২০১৭ সালে করেছিলেন তিনি।

আমেরিকার গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, দেশে ছেড়ে না পালিয়ে গুপ্ত রাসায়নিক অস্ত্রভান্ডারে আশ্রয় নিয়েছেন আসাদ। হাল না-ছেড়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শেষ অবলম্বন হিসাবে এ বার ওই হাতিয়ার ব্যবহার করবেন তিনি। ২০১৩ সালে তাঁর নির্দেশে হওয়া কুখ্যাত ঘৌটা রাসায়নিক হামলায় প্রাণ হারান তিন শতাধিক সাধারণ নাগরিক।

২০১৭ সালের খান শেখুন রাসায়নিক আক্রমণ ছিল আরও মারাত্মক। ওই ঘটনায় নিহত কয়েকশো নিরীহ সিরিয়ান নাগরিকের একটা বড় অংশই ছিল শিশু। দু'টি ঘটনাতেই রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগের প্রমাণ মিলেছে বলে স্পষ্ট করে রাষ্ট্রপুঞ্জ। জানুয়ারিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্প কুর্সিতে বসার পর ওয়াশিংটনের সিরিয়া নীতিতে বড় বদল দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলেছেন ট্রাম্প। আর তাতে স্বস্তি পেয়েছে মস্কো।

আমেরিকার হবু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, 'সিরিয়ার পরিস্থিতি খুব ঘাঁটা। কিন্তু ওরা আমাদের বন্ধু নয়। এই গৃহযুদ্ধে আমেরিকার কিছু করার নেই। এটা আমাদের লড়াই নয়। ওখানে যা হচ্ছে, হোক। আমরা এর মধ্যে নাক গলাব না।' অন্য দিকে, রাশিয়া ও ইরান; দু'টি দেশের তরফেই পাশে থাকার আশ্বাস পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট আসাদ। বিদ্রোহীদের থেকে আলেপ্পো পুনর্দখল করতে সেখানে বিমানহানা চালিয়েছে মস্কো। পাশাপাশি দামাস্কাসের পতন বাঁচাতে 'শিয়া মিলিশিয়া' পাঠিয়েছে ইরান।

২০০০ সালের জুলাইয়ে হাফেজ আল আসাদের মৃত্যুর পর সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হন তাঁর পুত্র বাশার। দামাস্কাসের প্রধান সেনাপতিও (কম্যান্ডার-ইন-চিফ) তিনি। প্রথম থেকেই তাঁর মাথার উপরে রয়েছে রাশিয়ার হাত। ২০১৫ সালে আলেপ্পো হাতছাড়া হলে মস্কোর কাছে সাহায্য চান তিনি। এর পর রুশ বিমানহানাকে সম্বল করে ২০১৬ সালে আলেপ্পো পুনর্দখল করেন বাশার। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, সিরিয়ার বিদ্রোহী দুই সশস্ত্র গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম এবং তাদের সহযোগী জইশ আল-ইজ্জার সঙ্গে কুখ্যাত জঙ্গি গোষ্ঠী আল কায়দার যোগ রয়েছে। ফলে দীর্ঘ সময় ওয়াশিংটনের পক্ষে তাঁদের সমর্থন করে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। রাশিয়া সেই সুযোগ কাজে লাগালে পশ্চিম এশিয়ার মাটি যে ফের লাল হতে পারে।

ফুরফুরায় খতমে বুখারির মজলিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার পীর বড়ো হুজুরের শরিয়তে ইসলামী পার্লামেন্টে বর্ণময় পরিবেশে খতমে বুখারী শরীফ মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। দাদা হুজুর প্রতিষ্ঠিত ফুরফুরা ফাতিহিয়া খারিজিয়া দারুল হাদিসের বুখারী শরীফ শেষ করা ছাত্রদের শেষ পাঠ দিলেন আবু জাফরিয়া তেঁতুলিয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস মুফতি সাইফুদ্দিন কাশেমী। সমাপনী এই মাহফিলের আখেরি দোয়া করেন পীর আল্লামা আবদুল্লাহ সিদ্দিকী। মাওলানা আবু সালেহ রেজওয়ানুল করিম, পীরজাদা ইমরান সিদ্দিকী, পীরজাদা জিয়াউদ্দিন সিদ্দিকী, মাদ্রাসা প্রধান সওবান সিদ্দিকী, পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকীগন বক্তৃতা করেন।

অভিনব কায়দায় কেপমারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিনব কায়দায় কেপমারি শহর কলকাতায়। সরকারি প্রকল্পের টাকা দেওয়ার নামে দম্পতির থেকে সোনার গয়নার কেপমারির অভিযোগ। ঘটনায় ইতিমধ্যে পুলিশের জালে রিয়াজুল শেখ নামে এক ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের টার্গেট ছিল রোগীর পরিজন ও শিয়ালদা স্টেশনে আসা প্রবীণ নাগরিকরা। শিয়ালদা এলাকায় দেওয়া হচ্ছে সরকারি প্রকল্পের টাকা, দিতে হবে লাইন। তবে লাইনে দাঁড়াতে গেলে সোনার গয়না পরে যাওয়া যাবে না, এই বলে টোপ দিয়ে এক দম্পতির কাছে থেকে সোনার গয়না কেপমারি করে অভিযুক্ত। এই ভাবে ৫ ডিসেম্বর গয়না খুইয়ে শনিবার এনআরএস হাসপাতালে এসে অভিযুক্তকে চিনে ফেলেন ওই দম্পতি। এরপর পুলিশে খবর দিলে এনআরএস

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর ২০২৪, ২৩ অগ্রহায়ণ, সোমবার

বাংলাদেশ ইস্যুতে অযোধ্যা যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে লাগাতার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলা এবং চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিন না-হওয়ার কারণে নিজেদের অযোধ্যা যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কর্মসূচিতে স্থির হয়েছিল, বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যে ৬-৮ ডিসেম্বর তিন দিনের বিরতি রয়েছে। সেই সুযোগে অযোধ্যায় গিয়ে রামলালা দর্শন করে আসবেন তাঁরা। কিন্তু বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর লাগাতার আক্রমণের ঘটনায় পর পর কর্মসূচি নিতে হচ্ছে বিরোধী দলনেতাকে। তার উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেখানে। এমনকি জামিনের আবেদন করার জন্য বাংলাদেশের আদালতে কোনও আইনজীবী রাজি হননি। এ সবের মাঝে চিন্ময়কৃষ্ণের জামিনের আবেদনের শুনানি এক মাস পিছিয়ে গিয়েছে। এমনই এক আবহে নিজেদের অযোধ্যা যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল করলেন বিজেপি বিধায়কেরা।

এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু বলেন, 'বাংলাদেশে যে ভাবে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হচ্ছে, তাতে এখন রামমন্দির দেখতে যাওয়ার কর্মসূচি আমরা পিছিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে চিন্ময় মহারাজের জামিনের শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা এখনই রামমন্দির দেখতে যাচ্ছি না।' চলতি বছর ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন হয়েছিল। তার পরেই সেখানে যেতে চেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি বিধায়কেরা। কিন্তু লোকসভা ভোট ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় সে যাত্রায় আর রামমন্দির দেখতে যাওয়া হয়নি স্যাফ্রন ব্রিগেডের বিধায়কদের। এবার বাংলাদেশে চলা হিন্দুদের উপর আক্রমণের ঘটনায় নিজেদের রামমন্দির যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হলেন তাঁরা।

- ফাইল চিত্র

বিজেপি পরিষদীয় দলের একটি সূত্র জানাচ্ছে, চিন্ময়কৃষ্ণের জামিনের উপর নজর রাখছেন বিরোধী দলনেতা। আপাতত অযোধ্যায় যাওয়া পিছিয়ে গেলেও আগামী বছরের শুরুতে রামলালার দর্শন করতে যেতে পারেন পদ্মবিধায়কেরা। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় বাজেট অধিবেশনে এক দিনের বিরতি থাকবে। সেই বিরতিতেই শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়কেরা রামমন্দির দর্শনে যেতে পারেন। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানাতে নারাজ বিজেপি পরিষদীয় দল। আপাতত তাদের নজর বাংলাদেশের দিকে। সেখানে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ বন্ধ না-হলে লাগাতার কর্মসূচি নিতে চান তাঁরা। এ বিষয়ে বেশ কয়েক জন বিজেপি বিধায়ক বিরোধী দলনেতার কাছে নিজের নিজের এলাকায় কর্মসূচি করার অনুমতি চেয়েছেন। প্রসঙ্গত, ভগবানপুরের বিজেপি বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ মাইতি রামমন্দির উদ্বোধনের দিন অযোধ্যা গিয়ে রামলালা দর্শন করে এসেছেন। কিন্তু পরিষদীয় দল অযোধ্যায় গেলে আবারও তাঁদের সঙ্গে দর্শন করতে যেতে চান তিনিও।

ভোট কারচুপির 'মাস্টারমাইন্ড'কে সরাতে মামলার হুঁশিয়ারি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ নির্বাচনে ক্ষমতায় আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজেই প্রচার করছেন সে'কথা! কোথায় পাচ্ছেন এই আত্মবিশ্বাস? যেখানে দুর্নীতি রাজ চলছে বাংলার সর্বত্র! প্রশাসন প্রহসনে পরিণত করেছেন! খুন-ধর্ষণ-তোলাবাজির সরকার কোন কারচুপি করবেন, তারই পর্দাফাঁস করে প্রশ্ন তুলে দিলেন অর্জুন সিং। তাঁর সাফ কথা, পুলিশ দিয়ে ভোট কেনার কারসাজি চলবে না। প্রয়োজনে তাঁবেদারদের উৎখাত করতে মামলার হুঁশিয়ারিও দিলেন বিজেপি জননেতা অর্জুন সিং। আঙুল তুললেন সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য পুলিশ অফিসার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের দিকে। কে এই শান্তনু সিনহা বিশ্বাস? তিনি এসিপি র‍্যাঙ্কে আছেন। ছিলেন কালীঘাট থানার ওসি। কালীঘাটে কান পাতলেই শোনা যায়, তিনি কতটা মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ। অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, কো-অর্ডিনেটর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির ছাতার তলায় রেখে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতীতেও তাঁর নামে ভোটে কারচুপির অভিযোগ এনেছিল বঙ্গ বিজেপি। জানানো হয়েছিল, ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে কারচুপি চলছে লালবাজারের অন্দরেই। ভোটে প্রভাব খাটানোর পরিকল্পনাও হয়েছে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের নেতৃত্বে। তবে রদবদলের নির্দেশিকা জারি হলেও নড়েননি শান্তনু।

- ফাইল চিত্র

এতটাই নাকি প্রভাব! জানা গেছে, লোকসভা নির্বাচনেও ব্যারাকপুরে অর্জুন সিংকে হারানোর জন্য হাত ছিল এই পুলিশ অফিসারের। যে কারণে একাধিকবার অভিযোগ আনেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। তাতেও মেলেনি সুরাহা। শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে নিশানা করে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দাবি, '২০২৫ সালের অগস্টেই অবসর নেওয়ার কথা শান্তনুর। কিন্তু অনামী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সেখানকার নির্বাচনে চুপিচুপি জিতিয়ে তাঁকে পদে বসিয়ে রাখা হবে পুলিশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনে। অনায়াসে আরও পাঁচবছর পেয়ে যাবেন এক্সটেনশন। অতীতেও মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে এভাবেই অবসরের পরেও রেখে দিতে চেয়েছিলেন। রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি তথা প্রাক্তন রাজ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুরজিৎ কর পুরকায়স্থকে রাজ্য সরকারের অধীনে তৈরি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিস অ্যাকাডেমির প্রধান করা হয়েছে। প্রধান পরামর্শদাতা করে রাখা হয়েছে অবসর হয়ে যাওয়া আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। একই চিত্র দেখা গেছে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব গৌতম সান্যালের ক্ষেত্রেও।' তবে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে নিয়ে শেষ দেখে ছাড়তে চান জননেতা অর্জুন সিং। মুখ্যমন্ত্রীর মৌরসীপাট্টা ভাঙতে ও তাঁকে উৎখাত করতে মামলার কথাও জানালেন তিনি। কারণ শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ভোটের কারচুপিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত সৈনিক। অর্জুন সিং অভিযোগ করেন, তিনিই পুলিশের ব্যালট পেপার সংগ্রহ করার দায়িত্বে থাকবেন আবার ইভিএম মেশিনের কারচুপির মাস্টারমাইন্ডও তিনিই। তাই তাঁকে ২০২৬ নির্বাচনেও রেখে দেওয়ার জন্য মরিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাদবপুর ক্যাম্পাসে এবার ব্রেইল মানচিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইল মানচিত্র। উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়েরই দুই শিক্ষার্থী। সম্পূর্ণরুপে হাতে বানানো ক্যাম্পাসের এই ব্রেইল ম্যাপ তৈরি করতে সময় লেগেছে দেড় মাস। এটিই বিশ্বের প্রথম হাতে বানানো ব্রেইল ম্যাপ। ৫ ফুট চওড়া এবং ৩.৫ ফুট একটি ঘাস বোর্ডে স্ক্রু এবং কার্ডবোর্ড এবং বই বাঁধাই করার মোটা সুতো দিয়ে ব্রেইল এবং ট্যাকটাইল ম্যাপটি তৈরি করেছেন তাঁরা। ম্যাপে রয়েছে ব্রেইল হরফ বোঝার জন্য ছাপানো নির্দেশনাও, কাজেই কেবল দৃষ্টিহীন না সাধারণ মানুষও অনুধাবন করে দেখতেই পারেন। নভেম্বরের শেষ দিকে ক্যাম্পাসের ৪ নম্বর গেটের সামনে লাগানো হয় ম্যাপটি। গোটা ম্যাপটি আসলে দুটি ভাগে বিভক্ত, একদিকে আছে সূচি এবং অন্যদিকে রয়েছে ম্যাপ। এতে অন্যান্য সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর মতোই দৃষ্টিহীনরাও সমগ্র ক্যাম্পাসের বিভিন্ন রাস্তা, ক্লাস, বিভাগ, ঝিল, ক্যান্টিন এবং

অফিসের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাবে।

এই প্রকল্পে দৃষ্টিহীনদের সহায়তার পাশাপাশি প্রতিবন্ধীরাও তুলতে পারবেন তাঁদের সমানাধিকার, এমনটাও মনে করছেন অনেকেই। কারণ, সমানাধিকারের কথা তো সংবিধান স্বীকৃত। কিন্তু তাঁদের বেঁচে থাকাটাই ভীষণ এক লড়াই। প্রতিবন্ধীদের অবস্থার উন্নতি এবং তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শ্রুতি ডিসএবিলিটি রাইট সেন্টারের শম্পা সেনগুপ্ত জানান, 'প্রতিবন্ধী বলে তো নিজের পরিবারই মেরে ফেলছে শিশুকে, সেখানে সমাজের কাছে বেশি কি আশা করা যায়!' কিন্তু এই সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেও আশার আলো দেখায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই পড়ুয়ার নেওয়া অভিনব উদ্যোগ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসের প্রজেক্ট হিসাবে যাদবপুরের দুই শিক্ষার্থী প্রতিবন্ধীদের জন্য তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ব্রেইল ম্যাপ। ইংরেজি স্নাতকোত্তরের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী অন্ত্যর্থা দাস এবং রামেশ্বর চক্রবর্তী 'ভারতীয় সাহিত্যে অক্ষম' ঐচ্ছিক কোর্সের অংশ। এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক ঈশান চক্রবর্তী, যিনি নিজেও দৃষ্টিগত দিক থেকে প্রতিবন্ধী। তার শিক্ষার্থীদের এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান তিনি। সঙ্গে তিনি এও জানান, এই প্রথমবার নিজের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে সম্পূর্ণরূপে কল্পনা করতে পারছেন তিনি। কারণ ক্যাম্পাসের ম্যাপ যা ছিল, তা সাধারণদের জন্য।

সোনা নিয়ে বেপাত্তা কারিগর, নদিয়া থেকে ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কারিগরকে সোনা গড়তে দিয়েছিলেন বউবাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ী। কথা ছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গয়না ফেরত দেবেন। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও সোনা পাননি ব্যবসায়ী। এমনকী বেপাত্তা হয়ে যান কারিগরও। এরপরই মুচিপাড়া থানায় অভিযোগ জানান ব্যবসায়ী। এরপরই এই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৪৪১ গ্রাম সোনা ও ৪৫ হাজার টাকা নগদ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অক্টোবর মাসে বিপুল কর্মকার নামের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী গয়না গড়তে নদিয়ার বাসিন্দা দিলীপকে সোনা দেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও সোনা বা গয়না কোনওটাই দেননি তিনি। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগও করা যাচ্ছিল না বলে অভিযোগ। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্ত নদিয়ার কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানার বাসিন্দা। বিভিন্ন সূত্র ও মোবাইল ফোনের লোকেশন ধরে পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্ত কৃষ্ণনগর বাস স্ট্যান্ডের কাছে সঙ্গীতা সিনেমা হলে যাবেন। সেই অনুসারেই কৃষ্ণনগর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তদন্তকারীরা। সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকেন তাঁরা। এরপর দিলীপ ঘটনাস্থলে আসতেই গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে হাতে পেতেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন আধিকারিকরা। এরপর দিলীপের থেকে চুরি যাওয়া সোনা ও নগদ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। আইনি প্রক্রিয়া মেনে সোনা মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বিজেপি নেত্রীর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার দুই যুবক বোমা মেরে পালিয়ে যায় বিজেপি নেত্রী বৈশালী ডালমিয়ার বাড়িতে। অল্পের জন্য রক্ষা পান বৈশালি ও তাঁর ছেলে। এমন ঘটনা ঘটার পরই থানায় অভিযোগ জানান তিনি। তদন্তে পুলিশ। বিজেপি নেত্রী বৈশালী ডালমিয়া জানিয়েছেন, রাত পৌনে ১২টা নাগাদ তিনি বাড়ির বারান্দায় বসেছিলেন। সেই সময় হঠাৎ বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে বাড়ি। আগুনের ঝলকানি দেখতে পান। প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও তাঁর দাবি, পরে তিনি বুঝতে পারেন বাড়ি লক্ষ্য করেই বোমা মারা হয়েছে।

তবে কী কারণে এই হামলা তা নিয়ে ধন্দে বিজেপি নেত্রী। তিনি জানান, তাঁর সঙ্গে কারও শত্রুতা নেই। কারা, কেনই বা এই হামলা চালাল তা নিয়ে দ্বন্দ্বে রয়েছেন তিনি। তবে তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে এদিনের এই বোমা ছোঁড়া সম্পর্কে বৈশালী জানান, 'বড় দেওয়াল ও তারকাঁটায় আটকে গেল তাই। না থাকলে সোজা আমার জানলাতেই লাগত। আমি বারান্দায় বসেছিলাম। প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পাই। হিন্দি সিনেমার দৃশ্যের মতো আগুনের ঝলকানি দেখতে পাই। কী কারণে এই হামলা বুঝতে পারছি না।' এরই পাশাপাশি আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি এ প্রশ্নও তোলেন, 'আমি ও আমার ছেলে বিভিন্ন সময় গাড়িতে যাতায়াত করি। ওরা তো গাড়িতেও হামলা চালাতে পারত। তখন কী হত?' ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাড়ি যেতে না দেওয়ায় হাসপাতালে তাণ্ডব রোগীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি যাওয়ার আবদার রোগীর। তবে অনুমতি না মেলায় এসএসকেএম হাসপাতালে কার্যত তাণ্ডব চালান রোগী। সূত্রে খবর, স্যালাইন লাগানোর স্ট্যান্ড দিয়ে নার্সকে বেধড়ক মারধর করেন। নিরাপত্তারক্ষীরা বাঁচাতে এলে তাদের উপরও চড়াও হন তিনি। সবমিলিয়ে শনিবার রাতে হুলুস্থুল বেঁধে যায় শহরের সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রো বিভাগে।

এসএসএকেএম সূত্রে খবর, সোদপুরের বাসিন্দা দীর্ঘদিন ধরে সিরোসিস অফ লিভারে ভুগছিলেন। এসএসকেএম হাসপাতালের পিজি ক্লিনিকের গ্যাস্ট্রো বিভাগে তাঁর চিকিৎসাও চলছে। দীর্ঘসময় ধরেই সেখানে ভর্তি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বাড়ি থেকেও বিশেষ কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন না। এরপর শুক্রবার রাতে ওয়ার্ডে যখন খাবার পরিবেশন করা হচ্ছিল সেই সময় আচমকাই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন যুবক। বাড়ি যাওয়ার জন্য চিৎকার শুরু করেন। রোগীর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন দায়িত্বে থাকা নার্স। বোঝানোর চেষ্টা করলেও কোনও লাভ হয়নি। এরপরই স্যালাইনের বোতল ঝোলানো স্ট্যান্ড তুলে নিয়ে নার্সকে মারধর করেন। মারের চোটে নার্সের পিঠে দাগ পড়ে যায়। তাঁকে বাঁচাতে ছুটে আসেন হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীরা। তাদেরও মারধর করেন রোগী। এমনকী, ওয়ার্ডে থাকা রোগীদেরও চড়-ঘুষি-লাথি মারেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক এই অশান্তি চলে। তার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে খোঁজখবর করেছে। যদিও এ প্রসঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

বেহাল দশায় নিউ কর্ড রোড

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিল্পাঞ্চলের অতি গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ নিউ কর্ড রোড। সংস্কারের অভাবে ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোডের সংযোগকারী এই নিউ কর্ড রোড আজ বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষজনকে। অভিযোগ, কাঁকিনাড়া ব্রিজের মুখ থেকে গোলঘর পর্যন্ত নিউ কর্ড রোডের অবস্থা অত্যন্ত করুন। রাস্তার মাঝে গজিয়ে ওঠা ছোট-বড় গর্ত যেন মরণফাঁদ! মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন বাইক কিংবা সাইকেল আরোহীরা। অথচ রাস্তা সংস্কারে পুরসভার কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। সুন্দিয়া পাঁচমাথা মোড়ের দোকানদার অলোক ঘটক বলেন, 'পাঁচমাথা মোড়েই সুন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। অথচ রাস্তার সবচেয়ে খারাপ অবস্থা এই পাঁচমাথা মোড়। দু'তিন বছর ধরে রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। অবিলম্বে এই বেহাল রাস্তা সংস্কার করা হোক।' অপরদিকে এই বেহাল রাস্তা নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের কটাক্ষ, 'শুধু নিউ কর্ড রোডের বেহাল দশা নয়। এখন গোটা বাংলার বেহাল দশা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে জেহাদিদের হাতে তুলে দিয়েছেন।' তাঁর দাবি, '৩০ শতাংশ ভোট নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন। কিন্তু ২০২৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা থেকে বিদায় নেবেন।'

উদ্ধার সুশান্ত ঘোষের উপর হামলায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ কলকাতার বন্ডেল গেট এলাকা থেকে উদ্ধার কসবায় কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের উপর হামলায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র। পুলিশ সূত্রে খবর, মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছিল বন্দুকটি। এই মামলায় ধৃত পিন্টুকে সঙ্গে নিয়ে শনিবার বন্ডেল গেট এলাকায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্রটি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত লক্ষ্মণকুমার শর্মা ওরফে পিন্টুকে একটানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জেরার মুখে ভেঙে পড়ে অস্ত্র লুকিয়ে রাখার কথা জানিয়ে দেয় সে। সেই মতো শনিবার বিকেলে বন্ডেল গেটে ফাঁকা জমিতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। আবর্জনা ভর্তি ওই মাঠের মাটি খুঁড়তেই মেলে নাইন এমএম পিস্তল, একটা ম্যাগাজিন এবং সঙ্গে ১২ রাউন্ড কার্তুজ। এই আগ্নেয়াস্ত্রটি থেকেই কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়েছিল বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় নিজের বাড়ির সামনে বসে থাকার সময় হামলা হয় কসবার তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের উপর। বাইকে দুষ্কৃতীরা এসে তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে পালানোর চেষ্টা করে। তবে শেষ মুহূর্তে বন্দুকের ট্রিগার লক হয়ে যাওয়ায় গুলি বের হয়নি। কোনওভাবে প্রাণে রক্ষা পান ১০৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশ সিট গঠন করে তদন্তে নামে। এর মধ্যে হামলার অন্যতম মূল চক্রী-সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, হামলার মাস্টারমাইন্ড গুলজার বিহার থেকে দুটি অস্ত্র এনে এই মহম্মদ আলির কাছে রাখতে দিয়েছিল। এর মধ্যে একটি ৭ এমএম ও একটি নাইন এমএম পিস্তল। ঘটনার দিন আলির গুলশন কলোনির বাড়ি থেকে অস্ত্রগুলি নিয়েই বাইকে করে সুশান্ত ঘোষের উপর হামলার জন্য বেরয়। কিন্তু মিশন ব্যর্থ হওয়ায় বাইক, অস্ত্র ফেলে পালায় তারা। পুলিশ দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও পরে বাইকটি উদ্ধার করে। এবার উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্রটিও।

'মোস্ট কমপ্লিট সিঙ্গার' মহম্মদ রফিকে শতবর্ষে স্মরণ

শুভাশিস বিশ্বাস

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই যাঁদের বহু শিরোপাধারী গানও হারিয়ে যায় স্মৃতির ডাস্টবিনে। অথচ রফি, মুকেশ, কিশোরদের গান শুনতে গিয়ে সবাই ভোলেন সময়ের পাকদণ্ডী। ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে একসময় সমগ্র উপমহাদেশে কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহম্মদ রফি। প্রায় চল্লিশ বছর সময়কাল ধরে সঙ্গীত জগতে থাকাকালীন তিনি ২৬ হাজারেরও অধিক চলচ্চিত্রের গানে নেপথ্য গায়ক হিসেবে সম্পৃক্ত ছিলেন মহম্মদ রফি। বিশেষজ্ঞের মতে, রফি ছিলেন 'মোস্ট কমপ্লিট সিঙ্গার'। রাগাশ্রয়ী থেকে ভজন, রোম্যান্টিক থেকে গজল, হিপহপ থেকে রক-অ্যান্ড-রোল থেকে কাওয়ালি বা ডিস্কো। এবং আরও অনেক কিছু।

১৯২৪ সালে অবিভক্ত পাঞ্জাবের কোটা সুলতান শাহ গ্রামে জন্মেছিলেন মহম্মদ রফি। ছোট থেকেই যেমন ছিলেন গান পাগল, ঠিক তেমনই তাঁর গলার সুর বুঝিয়ে দিয়েছিল তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতীর বরপুত্র। মাত্র ১৩ বছর বয়সে সায়গলের প্রশংসা বা ১৪ বছর বয়স থেকে আকাশবাণীর লাহোর কেন্দ্রে গান করা-সবই তাঁর প্রতিভার প্রমান।

১৯৪২ সালে শ্যামসুন্দরের সুরে গুল বালোচ ছবিতে তিনটি গান গেয়েছিলেন। প্রথম গান ছিল 'সোনিয়ে নি/হেরিয়ে নি/তেরে ইয়াদ নে আন সতায়া'। এরপর গান রেকর্ড করতে ১৯৪৩ সালে বোম্বে শহরে আসেন রফি। কারণ গ্রামের মেলায় নিজের গান শুনে রফির মনে হয়েছিল হয়তো কিছু করা সম্ভব। এরপরই বোম্বেতে শ্যামসুন্দর তাঁকে 'গাঁও কি গোরি', 'দ্য ভিলেজ গার্ল' ফিল্মে সুযোগ দিলেন ('ইয়ার কি অ্যায়সি কি ত্যায়সি') কিন্তু সেটা প্রকাশের আগেই বেরিয়ে গেল নওশাদের সুরে 'হিন্দুস্তান কে হাম হ্যাঁয়'। ফলে কার্যত এটাই প্রথম প্রকাশিত রেকর্ড। এদিকে রফি অনুরাগীদের একটা বিরাট অংশের ধারনা, বৈজু বাওরা-র আগে তিনি নাকি একেবারেই বিখ্যাত ছিলেন না। তবে এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। মেলা ('ইয়ে জিন্দেগি কে মেলে'), শহিদ ('ওয়াতন কি রাহ মে'), জুগনু ('ইয়াহাঁ বদলা ওয়াফা কা বেওয়াফা কে'), তেরা খিলোনা টুটা বালক কিংবা অন্দাজ ('বচপন কে দিন ভুলা না দেনা') এই রকম বেশ কয়েকটি গান বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল। মহম্মদ রফির শুধু হিন্দি ফিল্মে প্রকাশিত গানের সংখ্যা বৈজু বাওরার আগে ছিল ২৫০-র বেশি। আর এই সব গানের জন্য তিনি পেয়েছেন 'ফিল্ম ফেয়ার', 'পদ্মশ্রী', 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কার' সবই। ভজন হোক বা নাদ, গজল হোক বা দেশাত্মবোধক, চটুল হোক বা রাগ প্রধান, কোনও গানেই দুর্বল ছিলেন না রফি।

মহম্মদ রফি ঠিক ক'টা গান গেয়েছেন তা নিয়ে চর্চা এখনও চলে। তবে তাঁর দীর্ঘ এই তালিকায় রয়েছে হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, মারাঠি, কোঙ্কনি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু, কন্নড়, ছত্তিশগড়িয়া, ওড়িয়া, অসমিয়া, বাংলা, মৈথিলী, ভোজপুরী, অওধি, ব্রজভাষা। এই ১৭টা ভারতীয় ভাষা ছাড়াও গান গেয়েছেন ইংরেজি, ডাচ, মরিশাসের ভাষা, ক্রেওল, আরবি, ফারসি (দারি) এই ছটা বিদেশি ভাষায়। এর মধ্যে ডাচ গানটি লাইভ রেকর্ড বলে অনেকে হিসাবের মধ্যে রাখেন না। নেপালি ভাষায় গান করেননি, কিন্তু একটি গানের প্রথম লাইন ছিল নেপালি (আজকো জুনলি রাতমা)।

বাংলায় প্রথম গান 'ওই দূর দিগন্ত পারে' আর 'নাই বা পরিলে আজ মালা চন্দন'। কথা পবিত্র মিত্র, সুর বিনোদ চট্টোপাধ্যায়। স্বয়ং মহম্মদ রফিও বড় ভক্ত ছিলেন নচিকেতা ঘোষের সুরের। কিন্তু নচিকেতা ঘোষের সুরে কোনও গান গাওয়া হচ্ছিল না তাঁর। সুযোগ হয় 'ইন্দ্রানী' ছবিতে। ১৯৫৮ সালে মুক্তি পাওয়া এই ছবির পরিচালক ছিলেন নীরেন লাহিড়ি। উত্তম কুমার এবং সুচিত্রা সেন অভিনীত এই ছবির সবকটি গানই অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবু, তার মধ্যে একটি গান নচিকেতা ঘোষ সুর করেছিলেন মহম্মদ রফিকে ভেবেই। গানটি ছিল, 'সভি কুছ লুটাকর'। এই গানটির সুর যখন মহম্মদ রফি শোনেন, তাঁর এতটাই পছন্দ হয়েছিল যে, গানটি তিনি বিনা পারিশ্রমিকে গেয়েছিলেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় এবং নচিকেতা ঘোষের সুরে মহম্মদ রফি যখন কণ্ঠ দেন, সে গান কালজয়ী হবে না তো কোন গান হবে! এর পাশাপাশি গেয়েছেন নজরুলগীতি, কথা ছিল শ্যামাসঙ্গীত গাইবেন। হয়ে ওঠেনি। তবে শুধু বিনোদ চট্টোপাধ্যায় নন, গেয়েছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, বাসু-মনোহরির সুরেও। আর হিন্দিতে তো ছিলেনই। শঙ্কর-জয়কিষণ, ও পি নাইয়ার, শচীন দেববর্মন, রাহুল দেববর্মন, নওশাদ, চিত্রগুপ্ত, কল্যাণজি-আনন্দজি, লক্ষ্মীকান্ত-পেয়ারেলাল, রবি, সর্দার মল্লিক, সলিল চৌধুরী আরও কতো! এই মুহূর্তে যখন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ছড়িয়ে পড়েছে, তখন মনে পড়ে এই লোকটির গান ছাড়া রামনবমী পালন হয় না ('রামজি কি নিকলি সওয়ারি'), আবার মেহনতি মানুষের গানও এঁরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ('হম মেহনতওয়ালোঁ নে জব ভি মিলকর কদম বঢ়ায়া, সাগর নে রাস্তা ছোড়া পর্বত নে শিশ ঝুকায়া, সাথী হাত বঢ়ানা)। একইসঙ্গে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর গন্ডি টপকে উনি পৌঁছে যান পাকিস্তানে। আবার ফেসবুক পোস্টে বাংলাদেশের বাঙালিরাও এঁর গানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। লন্ডনের সুরম্য অট্টালিকা থেকে বোম্বের ধরভি বস্তি, টোকিও থেকে কলকাতার কোনও শান্ত বাঙালি পাড়াতেও চলে রফির গান। তিনি না থাকলেও আজকের এই অশান্ত ভারতে তিনি হারিয়ে যাওয়া এক সমাজের চিহ্ন, যা চেষ্টা করলেও মুছে ফেলা যায় না।

ভাটপাড়ার শিশু উদ্যান থেকে উধাও প্রাক্তন বিধায়কের মূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাটপাড়া বিধানসভার তিনবারের বিধায়ক ছিলেন সত্যনারায়ণ সিং। তিনি ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধানও ছিলেন। শিশুদের বিনোদনের জন্য ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোলঘর পার্ক লাগোয়া সত্যনারায়ণ শিশু উদ্যান গড়ে তোলে ভাটপাড়া পুরসভা। ২০১২ সালের ১৭ অক্টোবর ঘটা করে উদ্বোধন হয়েছিল প্রাক্তন বিধায়ক সত্যনারায়ণ সিংয়ের নামাঙ্কিত সেই শিশু উদ্যান। অভিযোগ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আজ বেহাল দশায় পরিণত শিশু উদ্যানটি। দোলনা-সহ শিশুদের খেলাধূলার সরঞ্জাম ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েক বছর যাবৎ উদ্যানটি তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। উদ্যানটি এখন আগাছার জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, উদ্যানে স্থাপিত প্রাক্তন বিধায়কের মূর্তি রাতারাতি উধাও হয়ে গিয়েছে। প্রাক্তন বিধায়ক সত্যনারায়ণ সিংয়ের

আবক্ষ মূর্তি উধাওয়ের ঘটনায় বেজায় ক্ষুব্ধ তাঁর পুত্র প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলটা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। তাঁর কথায়, যিনি ভাটপাড়ার তিনবারের বিধায়ক এবং পুরসভার উপ-পুরপ্রধান ছিলেন। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই ছিলেন। অথচ তাঁর মূর্তি উদ্যান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। এটা শাসকদলের বিকৃত মানসিকতার পরিচয়। প্রাক্তন সাংসদের জোরালো দাবি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ভাটপাড়া পুরসভা ওই শিশু উদ্যান থেকে প্রাক্তন বিধায়কের মূর্তি সরানো হয়েছে। তবে আগামীদিনে বাংলার মানুষ নিশ্চয় এর জবাব দেবে।' ভাটপাড়ার ইতিহাস বলছে, প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়কের উদ্যোগেই গড়ে ওঠে জগদ্দল স্টেশন। তাছাড়া শ্রমিক মহল্লার চিকিৎসা পরিষেবার জন্য ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সত্যনারায়ণ সিংয়ের অবদান অপরিসীম। অথচ তাঁরই মূর্তি রাতের আঁধারে উদ্যান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষজনও। যদিও শিশু উদ্যান থেকে প্রাক্তন বিধায়কের মূর্তি উধাওয়ের ঘটনায় কিছুই বলতে চাননি ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ।

সম্পাদকীয়

‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’-এর হাত ধরেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নগদ হস্তান্তর প্রকল্পের বাড়বাড়ন্ত

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’-এর হাত ধরেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নগদ হস্তান্তর প্রকল্পের বাড়বাড়ন্ত। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, কেরল, তেলঙ্গানা সর্বত্রই এই প্রকল্পগুলিতেই আস্থা রেখেছে শাসক দল। অর্থাৎ, দুর্নীতির পারাবার পেরিয়ে কিঞ্চিৎ অর্থ সরাসরি নাগরিকদের নিকট পৌঁছচ্ছে। কংগ্রেস আমলে দুর্নীতি ছিল উপরমহলে। বামেরাই তাকে পঞ্চায়েত স্তরে নামিয়ে এনেছেন। এই আমলে বিভিন্ন মাপের মনসবদারদের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা রাজ্যের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য-বালি-ভেড়ি সর্বত্র বিরাজমান। যাঁদের লুটের পরিমাপহীন অংশ নিয়ম করে পৌঁছয় রাজ দরবারে। বর্তমান শাসকের যে দুর্নীতিভিত্তিক শাসননীতি, ক্ষমতা বিন্যাস সেখানে ধাপে ধাপে প্রজা স্তরে পৌঁছয় না। কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যাসার্ধের যে যোগ, ব্যাসার্ধের সঙ্গে পরিধির, তা একান্তই ব্যক্তিগত, দলগত সম্পর্কের নয়। ব্যক্তিগত স্তরে তা সেই কারণেই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। যৌথ ভাবে শীর্ষকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। কিন্তু এত সত্ত্বেও ভোটে তার প্রভাব পড়ে না। কারণ, প্রত্যক্ষ নগদ হস্তান্তরভিত্তিক উন্নয়ন নীতি। মানব উন্নয়নে বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও তার তাৎপর্যপূর্ণ সুপ্রভাব পড়েছে। কিন্তু একে কি সত্যিই মানব উন্নয়ন বলা যায়? প্রত্যক্ষ নগদ হস্তান্তর তো জানি ‘ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম’ বা ‘সর্বজনীন মূল আয়’-এর অনুষঙ্গে। রুজিরোজগারের প্রশ্নে, ধনতন্ত্রে অসমাধানযোগ্য সঙ্কট সমাধানে যার অবতারণা। এ দেশে যার পরিমাণ দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের মতে প্রত্যেকের ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা হওয়া উচিত, অন্যান্য সব প্রাপ্ত সামাজিক সুবিধা অক্ষুণ্ণ রেখেই। এ রাজ্যে মহিলাদের জন্য বরাদ্দ ৫০০-১,০০০ টাকা কি তবে সকলের রোজগারের অধিকারের সেই সামাজিক দায় মেটাতে? তা না হলে সেই সামান্য অনুদানের বিনিময়ে মানুষের প্রাপ্য অধিকারের দাবিগুলি থেকে বঞ্চিত করে তাঁদের ঠকিয়ে ভোট নিয়ে নেওয়া হচ্ছে না কি?

শব্দবাণ-১২৬

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. নিরেট মূর্খ, বোকা ৩. প্রধান ৪. গর্ব, অহংকার ৬. উৎপাদকযন্ত্র ৯. পেষণ, মর্দন ১০. — একি সাজে এলে।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. সূত্রপাত, শুরু ২. শর্তানুযায়ী ৩. পদ্ম, কমল ৫. সনির্বন্ধ অনুরোধ করা ৭.— সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখিরা ৮.স্বার্থ, প্রয়োজন।

সমাধান: শব্দবাণ-১২৫

পাশাপাশি: ২. উৎকলিকা ৫. জেন্দ ৬. রিষ ৭. ঘর ৮. হিত ১০. লটবহর।

উপর-নীচ: ১. খালি ২. উপরিতল ৩. কঞ্জ ৪. কাজেরবার ৯. নব ১১. টঙ্ক।

জন্মদিন

আজকের দিন

সোনিয়া গান্ধি

১৯৪৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও রাজনীতিবিদ শত্রুঘ্ন সিনহার জন্মদিন।

১৯৪৬ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সোনিয়া গান্ধির জন্মদিন।

১৯৮১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দিয়া মির্জার জন্মদিন।

নোবেল শান্তি পুরস্কার কেড়ে আন্তর্জাতিক কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হোক ইউনূসকে

প্রদীপ মারিক

লজ্জা !

একের পর এক হিন্দু বাড়ি আক্রান্ত। একের পর এক হিন্দু মানুষ আক্রান্ত। সমস্ত মন্দির ভেঙে ফেলা হচ্ছে। লোকনাথ মন্দিরে ভাঙচুর করে ১৫ লক্ষ টাকা লুট করা হয়েছে। হিন্দু নারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলছে। মৌলবাদীরা বলছে যে হিন্দু নারীদের যেন কোন বাংলাদেশি দোকানদার কোন জিনিস বিক্রি করে। এ কোন বাংলাদেশ ? বাংলাদেশি হিন্দু অধ্যাপকের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। এককথায় বাংলাদেশে হিন্দুরা চরম অসহায়। এই অবস্থায় এ বাংলা কেন সারা বিশ্বের হিন্দুত্ব বাদীরা এক মুঠো ভাত তৃপ্তি করে খেতে পারবে ! তাদের যে মন কাঁদছে বাংলাদেশি হিন্দুদের জন্য। আর কি কোন ভাবার প্রয়োজন আছে ? এবার ভারত আমেরিকা সহ সমস্ত শান্তি কামী দেশের বাংলাদেশে তালিবান মৌলবাদীদের অকথ্য অত্যাচারের কথা ভাবার সময় এসেছে। প্রয়োজন হলে বাংলাদেশে প্রবেশ করে প্রত্যেকটা মৌলবাদীদের যোগী আদিত্যনাথের ডোজ দেওয়া উচিত। কিছু নয় যারা হিন্দু মা বোন, হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করছে তাদের উল্টো করে ঠেঙানো উচিত। বিশ্বের প্রত্যেকটি ভাষাভাষী মানুষদের মৌলবাদীদের ওপর রাগের অগ্নিশিখা জ্বলছে। তবু সবাই চুপ করে আছে, ধৈর্য্য ধরছে এই আরাজগতা যেন বন্ধ হয়। কারণ বিশ্বের হিন্দুরা নরেন্দ্র মোদি এবং ট্রাম্প কে বিশ্বাস করেন। চিন্ময় প্রভুর জামিন তো দিলোই না বাংলাদেশ সরকার, উল্টে তার হয়ে যারা দাঁড়াবেন সেই ৫১ জন আইনজীবীদের উপর মৌলবাদীরা অকথ্য অত্যাচার করলো তারা এখন সবাই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। মৌলবাদীরা বলছে চিন্ময় প্রভুর জন্য কোন আইনজীবী যদি লড়ে তাহলে তাকে আদালতেই পেটানো হবে। এ কি বাংলাদেশ ! হিন্দুদের ওপর এই অত্যাচার সহ্য করতে পারছে না সারা বিশ্ব। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তো রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী বিশ্বের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিয়েছেন। তিনি আবেদন করেছেন, প্রত্যেক হিন্দু যাতে রাজনীতির রঙ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন। তিনি বলেছেন, ‘ বাংলাদেশ সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘিত করেছে। পৃথিবী ব্যাপী এক ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ করা উচিত। ‘ বাংলাদেশে হামাস, আইএস, তালিবানের থেকেও খারাপ একটি জঙ্গিবাদ কাজ করছে। তিনি বলেছেন, সন্ন্যাসীদের আইনজীবীদের মৃত্যু মুখে ফেলা হচ্ছে। নয়ত গ্রেফতার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ করেছে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। ব্রিটিশ সাংসদ প্রীতি প্যাটেল, ব্যারি গার্ডনার বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হিংসার ঘটনার কড়া নিন্দা করেছেন। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথে, মাটিতে ভারতীয় পতকা, আর পড়ুয়াদের পা দিয়ে মাড়ানোর ছবি ছড়িয়ে পড়তেই সারা বিশ্বের সাথে গলা মিলিয়ে প্রতিবাদ করেছেন তসলিমা নাসরিন। তিনি বলেছেন, ‘বিশ্বের কোনও পতাকাকে কোনও সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন মানুষ অবমাননা করে না। আমি বিশ্বের প্রতিটি পতাকাকে সম্মান করি, প্রতিটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান জানাতে আমি উঠে দাঁড়াই। পাকিস্তান যে এত আমাদের শত্রু দেশ, আমি পাকিস্তানের পতাকাকেও পোড়াবো না, পায়ে মাড়াবো না।’ ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন যে সব মৌলবাদী ছাত্ররা ভারতীয় পতাকা পা দিয়ে মারিয়ে জঘন্য অপরাধ করেছে ইউনিস সরকারের উচিত সেই সব কলঙ্ক যুক্ত ছাত্রদের প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া, না হলে শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ মৌলবাদীদের বাধ্য ভূমিতে পরিণত হবে। বাঙালি আবেগ বাংলাদেশ যেন বাংলাদেশই থাকে কোন কারণে যেন তালিবান শোষিত পাকিস্থান না হয়ে যায়। কিন্তু সেই দিকে কেন পুরোপুরি ভাবেই পাকিস্তানের দখলে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অবিলম্বে বিশ্ব শান্তির জন্য বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। হিন্দুদের ওপর যারা অত্যাচার করছে তারা সন্ত্রাসবাদী। এদের কোন জাত নেই। সেই কারণেই প্রয়োজনে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কি করে কি ভাবে কুটনৈতিক ভাবে এই অমানবিক অত্যাচার শেষ করা যায় সে দিকে লক্ষ্য দিক বিশ্বের দুই শান্তিকামী নেতা নরেন্দ্র মোদি এবং ট্রাম। কারণ ট্রাম্প এবং মোদির ওপরেই সব থেকে বেশি বিশ্বাস করেন হিন্দুরা। বিশ্বের সমস্ত সানাতনীরা মনে করেন মোদির চেষ্টায় বাংলাদেশে হিন্দুদের হৃত গৌরব আবার ও ফিরে আসবে। কোন কারণ ছাড়াই চিন্ময় দাস কে গ্রেপ্তার করলো বাংলাদেশ সরকার। দিনের পর দিন হিন্দুদের ওপর অত্যাচার যেন চরম চেহারা নিয়েছে। চিন্ময় সাধুর মুক্তির দাবিতে ময়দানে নেমে পড়েছে বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ। বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের পর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর সহিংসতা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বেড়েই চলেছে। মন্দির, বাড়িঘর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা সহ বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ক্রমবর্ধমান প্রতিবেদনে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণে এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তার উত্তেজনাকে তীব্র করেছে, ইউনিস সরকারের ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলছে তাদের টার্গেট করছে বাংলাদেশ মৌলবাদী সরকার। বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। চরম অসহযোগিতা দেখা গেছে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে। চিন্ময় দাসকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন বিচারক কাজী শরিফুল ইসলাম। এদিন চিন্ময় দাসের আদালতে পেশের আগে আদালত চত্বরে জড়ো হন শয়ে শয়ে মানুষ। উঠল জয় শ্রীরাম স্লোগানও। গত ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ৮ দফা দাবিতে হিন্দুদের মুখপাত্র হিসেবে বক্তব্য দিয়ে আসছিলেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। গত ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামের লালদিঘী মাঠে জনসভার পর ৩০ অক্টোবর রাতে ১৯ জনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের কোতয়ালী থানায় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হয়। এই মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকায় লং মার্চের ঘোষণাও দিয়েছিল সনাতনী জাগরণ মঞ্চ। পরে সেই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়। চট্টগ্রামের নিউমার্কেট মোড়ের স্বাধীনতা স্তম্ভে মিথ্যা ভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ করা হয় চিন্ময়ের বিরুদ্ধে। ইসকন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে শান্তিপ্রিয় ভক্তি আন্দোলন স্তব্ধ করতে যে ভাবে মৌলবাদীরা চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার করেছে তা এককথায় মেনে নেওয়া যায় না। ইসকন কতৃপক্ষ চাইছে চিন্ময় প্রভুর নিঃস্বার্থ মুক্তি। অবিলম্বে চিন্ময় প্রভুকে মুক্তির জন্য আবেদন করেছে। বঙ্গের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী অবিলম্বে বাংলাদেশে হিন্দুদের অত্যাচার এবং অবশ্যই চিন্ময় প্রভুকে মুক্তির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর কে অনুরোধ করেছেন কারণ দিনের পর দিন বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষ সব সময় শান্তির পক্ষে। সম্প্রতি রুশ সফরে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছিলেন ভারত বুদ্ধ চায় যুদ্ধ নয়। আবার মোদির নেতৃত্ব ভারতবর্ষ সন্ত্রাস দমনে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পিছপা হয় না। বিশ্ববরেণ্য শীর্ষ নেতা যে তাই মোদি। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে বিশ্ব শান্তির দেশ ভারতে আশ্রয় নিলেন। হাসিনার দেশছাড়ার পর প্রতিবেশী বাংলাদেশের হিংসাত্মক পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ভারত সরকার। নব নিযুক্ত মোহাম্মদ ইউনিসের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি ভারত সারকারের একটা আশা ছিল। ইউনিস নিজেও বলেছিলেন হিন্দুদের ওপর কোন আক্রমণ হবে না কিন্তু হিন্দুদের ওপর একটার পর একটা আক্রমণ হয়েই চলেছে। গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনার করছে ভারত সরকার। প্রায় তিনমাস হতে চললো বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা এসেছে মোহাম্মদ ইউনিসের হাতে। ইউনিস সরকার এসেই ঘোষণা করেছিল ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করবে, বাংলাদেশের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা , বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতি দমন পদ্ধতি জন প্রশাসন সংস্কার। এই ছটি কমিশনের প্রধানদের নাম ও জানিয়েছিলেন ইউনিস। কিন্তু তিন মাস কেটে গেল তা গঠন করতে। বিতর্ক দানা বাঁধতেই ২৪ শে অক্টোবর তড়িঘড়ি ছয় কমিশন গঠন করলো ইউনিস সরকার। কিন্তু এই ছয় কমিটিতে একটাতেও নেওয়া হয় নি সংখ্যালঘু হিন্দু বোদ্ধ খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের। ছয় কমিটিতে যে ৫০ জন সদস্যের নাম দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দেশের ৯ শতাংশ সংখ্যালঘুদের কোন স্থান দেয়নি ইউনিস সরকার। বোদ্ধ জনগোষ্ঠীর সংবাদ মাধ্যমের প্রধান দেবাশীষ বলেছেন হাসিনা সরকারের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে সব রকম ব্যবস্থা করেছে এই সরকার। তাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের শাখা সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র লীগকে। দিনের পর দিন বাংলাদেশ হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। সংখ্যালঘুদের কি ভাবে সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানাতে হয় তা মোদি সরকারের কাছে শিক্ষা নিক ইউনিসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। দেশের ঐক্যের প্রশ্নে সমস্ত ভারতবাসী এক সূত্রে গাঁথা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন, ‘ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সাম্প্রতিক সহিংসতা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। ২০২৪-এর জানুয়ারিতে নির্বাচনের পর সেখানে প্রবল উত্তেজনা, গভীর বিভাজন ও মেরুকরণ হয়। জুনে ছাত্র আন্দোলনের পর পরিস্থিতি আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে। সহিংসতা বাড়ে। ভবন ও পরিকাঠামোর পর আক্রমণ হয়। রেল ও ট্রাফিক বিঘ্নিত হয়। জুলাইতেও বিক্ষোভ চলে। আমরা এই সময় বারবার সবাইকে সংযত হতে বলি এবং জানাই যে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে।’ জয়শঙ্কর জানিয়েছেন,‘আমরা যে রাজনৈতিক শক্তিগুলির সাথে সম্পর্কে ছিলাম, সবাইকে একই কথা বলি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেও মানুষের ক্ষোভ কমেনি। বিক্ষোভ চলতে থাকে। এই সময় একটা দাবিতেই আন্দোলন হয়, হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে। পুলিশ আক্রান্ত হয়। সহিংসতা বাড়ে। বাংলা দেশে সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুদের ব্যবসা ও মন্দিরসহ অনেক জায়গায় আক্রমণ করা হয়।’ তিনি এও বলেন,‘সংখ্যালঘুরা কেমন আছেন, তার দিকেও নজর রেখেছি। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংগঠন তাদের নিরাপত্তার জন্য সচেষ্ট। আমরা তা স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু আমরা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন।’ বাংলাদেশের যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপহার দেওয়া মুকুট চুরির খবরে ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করে ভারত সরকার ঢাকাকে বিষয়টির ‘তদন্ত’ করতে বলেছে। শেখ হাসিনা সরকার পড়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুদের উপরে বার বার হামলার অভিযোগ উঠেছে। হামলা হয়েছিল সংখ্যালঘুদের ধর্মস্থানেও। হিন্দু-সহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ঘরবাড়ি, দোকানে হামলা চালানো হচ্ছে। পুড়ছে বাড়িঘর, চলছে ভাঙচুর, পিটিয়ে খুন, অবাধ লুঠপাট। এইসব নৃশংস, নির্মম, অমানবিক ঘটনার ইতিমধ্যেই সাক্ষী থেকেছে বাংলাদেশ। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশের অন্তর্বতীকালীন সরকারকে আবেদন জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। সবচেয়ে বেশি হামলার ঘটনা ঘটেছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের খুলনা বিভাগে। বিভাগটিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তত ২৯৫টি বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা হয়। রংপুর বিভাগে ২১৯টি, ময়মনসিংহে ১৮৩টি, রাজশাহীতে ১৫৫টি, ঢাকায় ৭৮টি, বরিশালে ৬৮টি, চট্টগ্রামে ৪৫টি এবং সিলেটে ২৫টি বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হিন্দুদের ওপর অত্যাচার আরো বাড়বে সম্প্রতি সংস্কার কমিটিতে একজন ও হিন্দু সদস্য না থাকার ফলে। এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, মোহাম্মদ ইউনিসের উচিত যে কোন মূল্যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের রক্ষা করা যাতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি হিন্দু মা বোনেরা যেন সুরক্ষিত থাকেন। কারণ ওপার বাংলার মা বোনেদের কান্নার ধ্বনি এ বঙ্গে শুধু নয় ভারতবর্ষ হয়ে সারা বিশ্বের হিন্দুদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, ইউনিস যদি দেশের শান্তি স্থাপন না করে হিন্দুদের ওপর মৌলবাদীদের অত্যাচার প্রশ্রয় দেন তাহলে রাষ্ট্রপুঞ্জের উচিত নোবেল শান্তি পুরস্কার ইউনিসের কাছ থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া। কারণ মৌলবাদীদের আশ্রয় শুধু দেওয়াই নয় তাদের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য ইউনিসের নোবেল শান্তি পুরস্কার রাখার কোন যোগ্যতা নেই। এত অত্যাচারের মধ্যেও যে সব হিন্দুরা প্রতিবাদ করছে তাদের কে কুর্নিশ জানাতে হবে। কারণ বিশ্বের একমাত্র ধর্ম হল হিন্দু ধর্ম যা ভগবানের মুখনিঃসৃত। এই ধর্মকে যারা অবমাননা করছে সেই সব বাংলাদেশীদের ধরে ছুঁড়ে ফেলা উচিত পাকিস্তান আর আফগানিস্তানে, সেই সময় আর দেরি নেই। কারণ তালিবান কংস দের মারতে প্রত্যেক হিন্দু মা বোনদের বাড়িতে ভগবান কৃষ্ণ গোকুলে বেড়ে উঠছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা, শিক্ষিত ইউনিস চরম অশিক্ষিতের কাজ করছে তালিবানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। ইউনিসের নোবেল শান্তি পুরস্কার কেড়ে নিয়ে কোন অশান্তির পুরস্কার দেওয়া উচিত।

কালকূট সমাচার

ডাঃ শামসুল হক

বেশ তো ছিলেন তিনি। ইছাপুর বন্দুক কারখানায় কাজ করতে করতেই কেটে যাচ্ছিল তাঁর সময়। মাত্র সতের বছর বয়সেই ছাত্রজীবনের পাট চুকিয়ে সংসারের প্রয়োজনে তাঁকে নেমে পড়তে হয়েছিল কর্মজীবনে । আর সেইসময় নৈহাটি থেকে ইছাপুর ছিল তাঁর নিত্যদিনের আনাগোনা। তাই চাকুরী জীবনের একেবারে প্রথমের দিকে নিজের কাজ ছাড়া অন্য আর কোন ভাবনার স্থান ই ছিল না তাঁর নিজস্ব মনের মধ্যে।

কিন্তু তারই মাঝে তিনি হঠাৎ হঠাৎই জড়িয়ে পড়েছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে। একসময় আবার ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যও হয়ে উঠেছিলেন তিনি । ফলে ঘটনা যা ঘটার আস্তে আস্তে তাই ঘটেছিল। একসময় সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ও হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু তখন ভাগ্য হয়তো তেমন সুপ্রসন্ন ছিল না তাঁর। তাই চাকরি করতে করতে হঠাৎই তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল জেলখানার অন্ধকারে। সেটা ১৯৪৯ সালের কথা। তখন ছয় বছরেরও বেশি সময় ইছাপুরের কারখানায় চাকরি করা হয়ে গেছে তাঁর। কিন্তু তবুও কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল।

তিনি সাহিত্যিক সমরেশ বসু। জেলমুক্তির পর নিজেকে পুরোপুরিভাবে যুক্ত করেন রাজনীতির ই মধ্যে । তখন ১৯৫২ সাল । রাজ্য জুড়ে চলছিল ভোটের খেলা। বলা যেতে পারে চর্তুদিকেই তখন শুরু হয়েছিল উত্তপ্ত পরিবেশ।এর ই মধ্যে সেইসময় আবার পিতৃহারাও হয়েছিলেন তিনি। তাই তখন একটু বেশিই ছোটাছুটি করতে হয়েছিল তাঁকে। একদিন দুপুরে ব্যারাকপুর থেকে তিনি নৈহাটি ফিরছিলেন বাস ধরে। হঠাৎই একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা হাতে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই বাসেরই উপর। সেদিন সেখানে একটা গোলমালের সূত্রপাত হয়েছিল একটা রাজনৈতিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করেই। তাই ক্ষিপ্ত জনগণ সামনে যা দেখছিল আক্রমণ করছিল তাকেই।

লাঠিধারীরা বাসের উপর উঠে নিরীহ মানুষজনকে নীচে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছিল একেবারে জোর করেই। বাদ যাননি সমরেশ বসুও। তিনি দেখছিলেন তাদের তাণ্ডবলীলা। তাদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছিলেন তারা সবাই হিন্দিভাষী। তাই তাঁকে আক্রমণ করার আগেই তিনিও নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে কথা শুরু করেছিলেন হিন্দিতেই । আর তাতে কাজ ও হয়েছিল। বেঁচেছিলেন তাদের অত্যাচারের হাত থেকেও।

ঘটনার ঠিক একদিন পরেই সেদিনের কথা স্থানীয় সংবাদপত্রে ফলাও করে লিখেছিলেন তিনি। তবে নিজের নামে নয়, ছদ্মনামে। সেইসময় নিজেকে সযত্নে রক্ষা করার জন্য হয়তো তিনি সেটা করেছিলেন। কারণ যে রাজনৈতিক অস্থিরতার ঢেউ তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে তার ক্ষতির সম্ভাবনা যে ছিল সেটা তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর নিজস্ব লেখনীর মধ্যেই।

বলাই বাহুল্য, কালকূটের জন্ম হয়েছিল সেই দিনই। তিনি লিখেছেন, সেইসময় তিনি যে বিষাক্ত পরিবেশের মুখোমুখি হয়েছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে তারপর থেকে তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্যেই প্রকাশ পেতে বাধ্য হয়েছিল একটা চাপা ক্ষোভও। লেখালেখির কাজে তিনি অবশ্য একেবারে নবাগত ও ছিলেন না। কারণ এর আগে জেলখানায় বসে বসেই তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর লেখালেখির কাজ। সেই বন্দী জীবনে অব্যক্ত যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েই তিনি লিখে ফেলেছিলেন আস্ত একটা উপন্যাসই। উত্তরঙ্গ নামক সেই গ্রন্থ ভীষণভাবে সমাদৃতও হয়েছিল পাঠক মহলে। কালকূট ছদ্মনাম নেওয়ার কথা যখন সবেমাত্র ভাবতে শুরু করেছিলেন সমরেশ বসু, ঠিক তখনই অশনি পত্রিকার এক সাংবাদিক তাঁর একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেখানে লেখক জানিয়েছেন, সবে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি । তাই লেখালেখির কাজে ছদ্মনামের দরকার ছিল। নিজের মন থেকেই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে বিষঘটিত নামকেই আমি ব্যবহার করতে চেয়েছি।

অতএব আমরা ধরেই নিতে পারি যে, রাজনীতিরই পঙ্কিল পরিবেশ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করার তাগিদ অনুভব করেই সাহিত্যিক সমরেশ বসুর নতুনভাবে জন্ম হয়েছিল কালকূট ছদ্মনামের মধ্যমেই।

তারপর থেকে সেই নামেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্যিক সমরেশ বসু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন অন্য এক জগতেরও। আর তার মধ্যেই তিনি খুঁজেও পেয়েছিলেন জীবনবোধ বা জীবনের প্রকৃত রহস্যও। আর তার পর থেকে অর্থাৎ পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কেবল খুঁজে ফিরেছেন প্রকৃত মানুষেরই সন্ধানে। পাশাপাশি খুঁজেছেন অরণ্য, পাহাড়, নদী, সমুদ্র সহ প্রকৃতির নিখাদ সৌন্দর্যও। আর সবের মধ্যেই তিনি দেখতে চেয়েছিলেন সত্যের মাঝে সৎ মানুষকেও।

সুতরাং পাঠককুল অতি সহজেই বুঝে নিয়েছিলেন যে, নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটা অজানা যন্ত্রণা লেখককে কুরে কুরে খাচ্ছিল বলেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর মনের মধ্যে একটা চাপা অস্থিরতা ছিল বলেই সেদিন শাসক দলের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন অনেক কথাই। তাঁর লেখা অচিন পাখি গ্রন্থ পড়লেই বোঝা যাবে সব কথাই।

সাহিত্যিক কালকূট এবং সমরেশ বসু সমান ও সমান্তরালভাবেই এগিয়ে গিয়েছিলেন সাহিত্যের সহজ ও সরল পথ বেয়ে। তবে সমরেশ বসুর চেয়ে কালকূটের লেখা পাঠকের কাছে যে বেশি আদরণীয় তা জানিয়েছেন পাঠকরাই। চল্লিশের ও বেশি গ্রন্থ আছে কালকূট নামেই। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত শাম্ব আবার ১৯৮০ সালে তাঁকে এনে দিয়েছিল সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারও।

কালকূট নামেই তাঁকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অবদান ও কম নয়। দেশ পত্রিকার তরফ থেকে কুম্ভ মেলায় যাওয়া এবং তাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ ওয়া ভ্রমণ কাহিনী অমৃত কুম্ভের সন্ধানে প্রচারের আলোয় আসার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মহলে আলোচিত হতে শুরু করে কালকূটের নামও। আর সেই নামের জন্য তিনি অবশ্য অনুমতি নিয়েছিলেন সেই সময়ের দেশ সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কাছেও।

তারপর থেকে কালকূটকেও আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। আবার ১৯৫৪ সালে বেঙ্গল পাবলিশার্স যখন সেই ভ্রমণ উপন্যাস অমৃত কুম্ভের সন্ধানে প্রকাশ করে একেবারে গ্রন্থ আকারেই, তখন তা পাঠক মহলে ভীষণভাবে আলোচিত ও হতে শুরু করে।

সাহিত্যিক সমরেশ বসুর জন্ম ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ১১ তারিখে। এই বৎসর ওই দিনটাই পালিত হবে তাঁর জন্মশতবর্ষ হিসেবে। তাই আমারা সেই দিনটার কথা মনে রেখেই আমারা যেন তাঁকে স্মরণ করতে পারি এবং জানাতে পারি উপযুক্ত সম্মানও।

সন্ধ্যার পর কেন বিডিও অফিস থেকে পুরনো কাগজপত্র বের করা হচ্ছে?

প্রশ্ন তুলে টেন্ডারের গাড়ি আটকাল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পোলবা: হুগলির পোলবার ঘটনা। অভিযোগ, শনিবার সন্ধ্যায় পোলবা-দাদপুর বিডিও অফিস থেকে পুরনো কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

সন্ধ্যার পর কেন বিডিও অফিস থেকে ব্যালট পেপার, ভোটার কার্ড, পুরনো কাগজপত্র বের করা হচ্ছে, প্রশ্ন তুলে টেন্ডারের গাড়ি আটকাল বিজেপি। বিজেপির দাবি, যাঁরা নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা টেন্ডারের কাগজও দেখিয়েছেন। কিন্তু কোনও সরকারি আধিকারিক সেখানে ছিলেন না। কীভাবে বিডিও অফিস থেকে টেন্ডার পাওয়া সংস্থা নিজেদের মতো করে এই কাজ করতে পারে? পাল্টা পোলবা-দাদপুরের বিডিও-এর বক্তব্য, তিনি নিজেই শনিবার রাত অবধি অফিসে ছিলেন। সুতরাং সবটাই নিয়ম মেনে হয়েছে। পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিজেপির অর্ঘ্য চক্রবর্তীর অভিযোগ, সরকারি অফিস থেকে এভাবে অন্ধকারে কাগজপত্র বের করার কোনও নিয়মই নেই। অথচ খবর এল, বিডিও অফিস থেকে কাগজ বেরোচ্ছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, ভোটার কার্ড থেকে ব্যালট পেপার, রূপশ্রী, বার্ধক্য ভাতার কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই আটকানো হয়।

চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের বক্তব্য, পঞ্চায়েতে টেন্ডার ডেকে সবটা হয়েছে। যাঁরা টেন্ডার পেয়েছেন, তাঁদের জিনিসপত্র গাড়িতে তুলতে বিকাল গড়িয়ে যায়। পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তানসেন মণ্ডলের দাবি, বিডিও অফিসের ভিতরে একটি গোডাউনের কাজ হবে। সেখানে যে সমস্ত পুরনো কাগজপত্র পড়ে ছিল, তা সরকারি নিয়ম মেনে ওপেন টেন্ডার ডেকে বিক্রি করা হয়। জানা গিয়েছে, গত মাসের ১২ তারিখ মিটিং হয়। সেখানেই টেন্ডারের বিষয়টি ঠিক হয়। বিজেপির অর্ঘ্য চক্রবর্তীর দাবি, টেন্ডারের কাগজপত্র দেখানো হয়েছিল। কিন্তু কেন কর্তৃপক্ষের কেউ থাকবে না? তাঁর কথায়, একটা অফিশিয়াল কাজ আনঅফিশিয়ালি হচ্ছে। পোলবা দাদপুর-এর বিডিও জগদীশপ্রসাদ বারুইয়ের বক্তব্য, অনেক কাগজ। তাই তা বের করে গোছগাছ করতে সময় লাগে। তিনি নিজেও অনেক রাত অবধি অফিসে ছিলেন। তারপরই জানতে পারেন কিছু লোক গাড়ি আটকেছে।

জঙ্গলে খেলতে নিয়ে গিয়ে শিশুকে ধর্ষণ, আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বড়ঞা: পাঁচ বছরের এক কন্যা শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। শনিবার দুপুরের ওই ঘটনা বড়ঞা থানার রানিপুর গ্রামের। পরে অভিযুক্ত যুবককে ব্যাপক মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। নির্যাতিতা শিশুকে বড়ঞা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে তার মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন সন্ধ্যার পর শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করাহয়।

নির্যাতিতার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে তাঁদের বাড়ির মেয়েকে গ্রামের এক যুবক খেলা করবে বলে পাশের একটি জঙ্গলে নিয়ে যায়। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ শিশুটি বাড়ি ফিরে না আসায় উদ্বেগ বাড়ে। পরিবারের লোকজন তার খোঁজ শুরু করে। সেই সময় নির্যাতিতার বাবার এক বন্ধু জানান, নির্যাতিতাকে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল পাড়ার এক যুবকের সঙ্গে। এরপর পরিবারের লোকজন জঙ্গলে গিয়ে শিশুটিকে বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করেন পরিবারের লোকজন। এইসময় হাতেনাতে অভিযুক্ত যুবককেও ধরে ফেলেন বাসিন্দারা। পরে তাঁকে ব্যাপক মারধর করে আটকে রাখা হয় অভিযুক্তকে।

স্বামীকে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার স্ত্রী, পেশ করা হল আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: স্বামীকে হত্যার অভিযোগে ধৃত স্ত্রীকে রবিবার মহকুমা আদালতে পেশ করল কাঁকসা থানার পুলিশ। এদিন ধৃতকে আদালতে বিচারক ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়। ধৃত মহিলার নাম আম্বু কোড়া। শনিবার ওই মহিলা কাঁকসা থানায় গিয়ে স্বামীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করার কথা বলে আত্মসমর্পণ করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার ওই মহিলা কাঁকসা থানায় গিয়ে তার স্বামীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করার কথা জানায়। পুলিশ মহিলার কথামতো কাঁকসার রাজবাঁধে কেনেলপারে গিয়ে তার বাড়ি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের ভিতর তার স্বামী চুনা কোরার মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলে কাঁকসার এসিপি গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। অন্যদিকে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী আম্বু কোরাকে গ্রেপ্তার করে রবিবার মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

CORRIGENDUM

In The SALE NOTICE UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 published in this newspaper on 04.12.2024, with regard to **Janpragti Commodities Private Limited**, the Column **"Reserve Price and EMD Amount & Documents submission dead line (Rs. in Lacs)"** should be read as follows:

Reserve Price (Rs. In Lacs)	EMD Amount & Documents submission dead line (Rs. In Lacs)
1.00	0.10 on or before 26th December, 2024
1.00	0.10 on or before 26th December, 2024

All the other particulars remain unchanged. Inconvenience is regretted.

দ্রুত কলেজগুলিতে ছাত্র নির্বাচন হবে : তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: 'দ্রুত কলেজগুলিতে ছাত্র নির্বাচন হবে, তবে তার আগে বিরোধীরা প্রত্যেক কলেজে অন্তত একটি ছাত্র ইউনিট তো খুলুন' দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সাংগঠনিক আলোচনা সভায় যোগ দিতে এসে এভাবেই বিরোধীদের বার্তা দিলেন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। জানা গিয়েছে, কলেজগুলিতে ছাত্র নির্বাচন করাতে চলেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তার আগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠনিক সভায় যোগ দিচ্ছেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। দিন কয়েক আগে আলিপুরদুয়ার থেকেই শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। সেই মতো বালুরঘাট গার্লস কলেজের অডিটোরিয়ামে একটি সাংগঠনিক আলোচনা সভায় যোগ দিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আসেন ছাত্রনেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। যদিও বছরে বিভিন্ন

সময় বিভিন্ন জেলা জুড়ে এই ধরনের কর্মসূচি চলে বলে সাফ জানিয়ে দেন তিনি। জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতৃত্বের তরফে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কর্মসূচি সেরে এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলায় তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। পরবর্তীতে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ছাত্র সংগঠনের সভায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। এদিন বালুরঘাট গার্লস কলেজের সাংগঠনিক সভায় যোগ দেওয়ার আগে হিলি কলেজে গিয়ে সেখানকার ছাত্র নেতৃত্বের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

হেলমেট প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: দুর্ঘটনা রুখতে বাইক চালকদের হেলমেট পড়াতে অভিনব উদ্যোগ নিল গুসকরা ট্রাফিক গার্ড। বর্ধমান বোলপুর ২বি জাতীয় সড়কে চলাচলকারী হেলমেট না পড়ে থাকা বাইক আরোহীদের নতুন হেলমেট দিল পুলিশ। তবে আগামীদিনে হেলমেট ছাড়া বাইকে সাওয়ার হলে ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করার দায়ে তাদেরকে জরিমানা করা হবে বলেই রবিবার ওই সমস্ত বাইক আরোহীদের সতর্ক করা হয়। জানা গিয়েছে, পথ নিরাপত্তা নিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে এদিন গুসকরা শহরের বলগোনা মোড় এলাকায় 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি পালন করে গুসকরা ট্রাফিক গার্ড। তাতে উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম থানার আইসি আব্দুর রব খান, গুসকরা ফাঁড়ির ওসি সৌরভ দত্ত, গুসকরা ট্রাফিক ওসি বিশ্বনাথ পাইন সহ অনান্যরা। তারা এদিন বাইক আরোহীদের হাতে হেলমেট তুলে দেওয়ার পাশাপাশি বাইকের পিছনে নির্দিষ্ট রঙের রিফ্লেক্টিভ স্টিকারও সাটিয়ে দেন। তাছাড়া যানবাহন চালকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ট্রাফিক আইন সম্পর্কিত লিফলেট।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে কাঁকসার পিয়ারীগঞ্জ সংলগ্ন কুনুর নদীর ব্রিজের কাছে। রবিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ। মৃতের নাম অরিন্দম দাস। কাঁকসার বাঁশকোপা গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বাইকে করে বাঁশকোপা গ্রামে বাড়ি ফেরার পথে কুনুর নদীর ব্রিজের কাছে অজানা কোনও গাড়ি তাকে ধাক্কা মারলে ওই যুবক বাইক নিয়ে রাস্তার ধারে পিলারে গিয়ে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে পরে থাকতে দেখে স্থাযীয়রা পুলিশকে খবর দিলে। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসা চলাকালীন তার মৃত্যু হয়।

পালিত হল অনুকূল ঠাকুরের জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: রবিবার সাড়ম্বরে আয়োজিত হল অনুকূল ঠাকুরের ১৩৭ তম জন্মমহোৎসব। অনুষ্ঠানটি হয় উখরা কেবি হাইস্কুল মাঠে। সকালে বিশাল শোভাযাত্রার

মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উখড়া গ্রামের পুরাতন হাটতলা থেকে শোভাযাত্রার সূচনা হয় বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে উখড়া কেবি স্কুল মাঠে শেষ হয় শোভাযাত্রা। নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়।

রাস্তার কাজের শুভারম্ভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: রবিবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের সেনেড়া গ্রামের ভারত সেবা আশ্রম সংঘ থেকে জরকা গ্রাম পর্যন্ত রাস্তার কাজের ফিতা কেটে নারকেল ফাটিয়ে শুভারম্ভ করলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সদস্য স্বরস্বতী বাউড়ি। পুরুলিয়া জেলা পরিষদ ৩০ লক্ষ টাকা এই রাস্তার কাজের জন্য বরাদ্দ করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি তৈরি হলে এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে এমনটাই জানিয়েছেন জেলা পরিষদের সদস্য স্বরস্বতী বাউরি।

মুখ দিয়ে লিখে বিটেক খড়গপুরের তুহিন দে

চিত্ত মাহাতো

মেদিনীপুর: হাতে পায়ে জোর না থাকলেও মনের জোরে কোনও খামতি নেই খড়গপুর শহরের যুবক তুহিন দে'র। জন্মের পর মাত্র চার দিন থেকেই ধরা পড়ে অর্থ গ্রাইপোসিস মাল্টিপ্লেক্স কনজেনিটা নামে বিরল মাংসপেশীর রোগ। তবুও লড়াইটা শুরু হয়েছিল জন্মের পর থেকেই। সেই সংগ্রাম, সংঘর্ষ আজ তাকে সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত যুবক করে তুলেছে। তার ক্রিয়েটিভিটি, পড়াশোনা এবং বুদ্ধিমত্তা এনে দিয়েছে সম্মান। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছে জাতীয় এবং রাজ্যস্তরের একাধিক সম্মান। রাষ্ট্রপতির হাত থেকেও পেয়েছেন পুরস্কার। দুটো পায়েই জোর নেই, হাত দুটিও কাজ করে না। মুখে পেন ধরে লিখে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক এমনকী কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বিটেক পাশ করেছে তুহিন।

থুতনি দিয়ে সে অনায়াসে চালাতে পারে ল্যাপটপ, মোবাইল। সাধারণ পেন মুখে গুঁজে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে তার পড়াশোনা, লেখালেখি। ছোট থেকে নিজেকে বিশেষভাবে সক্ষম না ভেবে আর সাধারণ পাঁচজন ছেলে মেয়ের মতো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই শুরু করেছেন তুহিন। ছোটবেলায় একাধিক জায়গায় চিকিৎসা হলেও তাকে সাধারণ জীবনে ফিরিয়ে দিতে পারেনি চিকিৎসকেরা। তাই, শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে পিছনে ফেলেই সমাজে প্রতিষ্ঠার দৌড়ে এগিয়ে চলেছে সে। লক্ষ্য আইআইটি থেকে এমটেক করার। বিটেক করার পর সম্প্রতি এই বিষয় নিয়ে নিজেই প্রস্তুতি নিচ্ছে সে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর শহরের মালঞ্চ এলাকার বাসিন্দা তুহিন দে। বয়স ২৫ বছর। ছোটবেলায় আইআইটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার পর রাজস্থানের কোটা থেকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে সে। এরপর আইআইএসটি শিবপুর থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে সম্প্রতি বিটেক পাশ করেছে তুহিন। এখনো পর্যন্ত তেমন কোনও গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন হয়নি তার। নিজের ইচ্ছে এবং চেষ্টাতেই প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে সে। মুখ দিয়ে লেখা চালিয়ে যেতে হয় তাকে। ছোটবেলা থেকেই এটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনে মোবাইল কিংবা ল্যাপটপ চালাতে হয় থুতনি দিয়ে। ২০১১ সালে বেস্ট ক্রিয়েটিভিটির জন্য রাজ্য স্তরে সম্মান, ২০১২,'১৩ তে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সম্মাননা, ২০১৯ এ রাজস্থানের কোটা থেকে বিশেষ পুরস্কার এবং সম্প্রতি ২০২৪-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন তুহিন।

খড়গপুর শহরের ব্যবসায়ী সমীরণ দে এবং সুজাতাদের একমাত্র ছেলে তুহিন। ছোট থেকেই অর্থ গ্রাইপোসিস মাল্টিপ্লেক্স কনজেনিটা নামক মাংসপেশীর এক বিরল রোগে আক্রান্ত। অদম্য মনের জোরকে সঙ্গী করে আর পাঁচজনের মতো নিজেকে তৈরি করে সমাজে এগিয়ে চলেছে তুহিন। বিশেষ সক্ষম হয়েও সমাজের কাছে সক্ষমতার অনন্য নজির রেখেছে সে। যে নজির অন্যান্য সকলকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে ভাবতে শেখাচ্ছে। দেশবাসীর কাছে এক অনুপ্রেরণা খড়গপুরের তুহিন।

ফর্ম জি

শোমুক কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-মানব সম্পদ কর্মের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিযুক্ত ঠিকানা ৫এ, পাম এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০১৯-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান (২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	শোমুক কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AAHCS7388B CIN : U74140WB2003PTC096328
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৫এ, পাম এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৯
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	২০২২-২৩ বর্ষের সর্বশেষ আর্থিক বিবরণ অনুযায়ী : টার্নওভার নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	০
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) ইউআরএল-এ প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে সম্ভাব্য রেজলিউশন আবেদনকারী মারফত নির্দিষ্ট অনুরোধ পাঠিয়ে ইমেল : **cirp.shomukconsultancy@gmail.com** এবং আইবিবিআই ওয়েবসাইট থেকে https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	আগ্রহ প্রকাশক প্রক্রিয়া নথিতে যোগ্যতার বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ আছে, একটি কপি পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.shomukconsultancy@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৪.১২.২০২৪*
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৭.১২.২০২৪*
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০১.০১.২০২৫*
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৩.০১.২০২৫*
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	০৪.০১.২০২৫*
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৩.০২.২০২৫*
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.shomukconsultancy@gmail.com

*সিআইআরপি বন্ধের উত্তীর্ণের তারিখ ০৮.১২.২০২৪ থেকে ১৮০ দিন, পরবর্তী সম্প্রসারণের আবেদন অতিরিক্ত আরও ৯০ দিনের জন্য এনসিএলটি নিকট ফাইল করা হয়েছে।

স্বা/-জীতেন্দ্র লোহিয়া
প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00170/2017-2018/10339
এএফএ নং : AA1/10339/02/101224/106527, এএফএ বৈধ ১০.১২.২০২৪ পর্যন্ত
২/৭, শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০
শোমুক কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে

তারিখ : ০৯.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সোনারপুর শাখা
আচার্য প্রফুল্ল নগর, এপিএস লাইব্রেরির বিপরীতে
পো. এবং থানা - সোনারপুর, জেলা ২৪ পরগনা (দ)
পিন - ৭০০১৫০, ইমেল : rajpwb@bankofbaroda.com

পরিশিষ্ট রুল [৮(১)] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, সোনারপুর শাখা, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৩.০১.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী বিংকু রায় (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী তপন কুমার রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা) শীতলা পূর্ব, শীতলা নতুন রাস্তা, শনি মন্দিরের নিকট, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা , পিন - ৭০০১৫০** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৭,৮৭,৯৭৪ টাকা (সাতাশ লাখ সাতাশি হাজার নশো চুয়াত্তর টাকা) ০৩.০১.২০২৩ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবকে হারে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত অধার্য সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধার (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৫ ডিসেম্বর ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, সোনারপুর শাখার নিকট বকেয়া ২৭,৮৭,৯৭৪ টাকা (সাতাশ লাখ সাতাশি হাজার নশো চুয়াত্তর টাকা) ০৩.০১.২০২৩ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক এবং তদস্থিত দোতলা ভবন কমবেশি অবস্থিত মৌজা : মালিপুকুরিয়া, জেএল নং ২৪, আরএস নং ১৯৩, তৌজি নং ২৫০, এলআর খতিয়ান নং ১৫৫৩,আরএস খতিয়ান নং ৪৫৭, ৫৩০ এবং এলআর দাগ নং ১০০, আরএস খতিয়ান নং ৫৭, থানা : সোনারপুর, সোনারপুর -২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **শ্রী তপন রায় এর নামে।**

তারিখ : ০৫.১২.২০২৪
স্থান : সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১০.০১.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১০.০১.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৮৩.১৬ লাখ টাকা (০২.১২.২০২৪ অনুযায়ী)** চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণ সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **অ্যাবকে ট্রেডিং কোম্পানি, ডিরেক্টরগণ : শ্রী মনোজ আগরওয়াল, শ্রী গিরিধারি লাল আগরওয়াল, শ্রীমতী নমিতা আগরওয়াল এবং শ্রীমতী বিনা আগরওয়াল, জামিনদাতা : অর্জুন লাল কয়াল, কর্পোরেট জামিনদাতা : অ্যাবকে ট্রেডস প্রা. লি.** রেজি অফিস - ১২এ, রাওডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭, গোডাউন - ৪, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ১১তম তল, পো. প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য : **৩৬,০০,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা - **৩,৬০,০০০.০০ টাকা** এবং ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

একটি অফিস স্পেস পরিমাণ আনুমানিক ৫২৮ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া (বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৬৬০ বর্গফুট) (যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে) জি-১০ তলা ভবনে ১১শ তলে, ৪ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, পো : প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৩, থানা : বউবাজার, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৪৬ অধীন, দলিল নং ০২২২১ তারিখ ০৩.০৩.২০০৫, **অ্যাবকে ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড (সম্পত্তি আইডি :SBIN77155475477)**
এনকামব্রানসেস : হাইকোর্ট মামলা নং ১৬৩-২০২৪ সালের,
রক্ষণাবেক্ষণ ফি : ৮৯,০৫২.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.০১.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭২০৪৫৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ : ০৯.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

pnb পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর - ১০, দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০০৭৫
সার্কেল সস্ত্র কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণি,
ইউনাইটেড টাওয়ার, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেল : cs4479@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তির জন্য দখল বিজ্ঞপ্তি, পরিশিষ্ট - ৪, (রুল-৮(১)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ (নিম্নে বিস্তারিত) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
(১) ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
(২) ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তাং অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) শাখা : সিআইটি রোড (০০৮৭২০) শাখা খ) ঋণগ্রহীতা - বি কে ড্রেসেস, স্বত্বা - শ্রী কানাই সাহা এবং হাউজিং লোন (শ্রী কানাই সাহা (ঋণগ্রহীতা), শ্রীমতী রত্না সাহা (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা** - ক) ৪/২ বি অবিনাশ চৌধুরী লেন, খ) ৩য় তল, ৭সি অসগর মিস্ত্রি লেন, গোবিন্দ খটিক রোড, এস.ও. গোবিন্দ খটিক রোড, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০ বর্গফুট ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ এবং সিঁড়ি কমবেশি অবস্থিত দক্ষিণ দিকে ভবনের সমুদয় ৩য়তল দখলদারিত্বে , তিন বেড রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট তথা বাথরুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং স্পেস, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭সি, আসগর মিস্ত্রি লেন, থানা : তপসিয়া, কলকাতা ৭০০০৪৬, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫৯ অধীন, দলিল নং ১-০৩২৮১ -২০০৯ সালের। সম্পত্তি শ্রী কানাই সাহা এবং শ্রীমতি রত্না সাহার নামে।	**ক) ১৩.০৯.২০২৪ খ) ০৭.১২.২০২৪ গ) ১৫,১৮,৫৮৫.০৫ টাকা (পনের লাখ আঠার হাজার পাঁচশ পঁচাশি টাকা এবং পাঁচ পয়সা) টাকা** ৩১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ
২.	**ক) শাখা - আর এন মুখার্জি রোড শাখা (বর্তমানে এমসিবি লায়নস রেঞ্জ শাখা) খ) ঋণগ্রহীতা মেসার্স পবিত্র বেভারেজেস স্বত্বা - শ্রী কমল কয়াল ঠিকানা** - ক) ২য় তল পবিত্র মেগা মল, রামচন্দ্রপুর, কবরডাঙা মোড়, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০১০৪ খ) ফ্ল্যাট নং ১, 'অদ্বিতীয়া' ১ম তল, ২২/১, খ্রিস্টান পাথওয়ে, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৬৩ গ) গোডাউন নং ১, 'সমর্পন' ৭ এম জি রোড, জোকা, কলকাতা - ৭০০১০৪ এবং জামিনদাতা - শ্রীমতী মানু কয়াল, গ্রাম এবং পোস্ট - জোকা বারুইপাড়া, কলকাতা - ৭০০১০৪	১. দায়বদ্ধ মজুত কাঁচা মাল, আধা তৈরি পণ্য, এবং তৈরি পণ্য এবং বুক ডেটস এবং সমুদয় চলতি সম্পদ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। ২. দায়বদ্ধ বর্তমান মেশিনারিজ মেসার্স পবিত্র বেভারেজেস, ফ্যাক্টরি এবং মেশিনারিসমূহ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। ৩. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি গুদাম নং ১, একতলায় , দক্ষিণ দিকে ভবনের পরিমাণ ২২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, মৌজা : পূর্ব বড়িশা, পরগনা : খাসপুর, জেএল নং ২৩, আরএস দাগ নং ২৫৯১/২৬০৯, আরএস খতিয়ান নং ২০০৫, প্রেমিসেস নং ৭, মহাত্মা গান্ধি রোড, জোকা, থানা : ঠাকুরপুকুর, জোকা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তি কমল কয়াল (দলিল অনুযায়ী) এর নামে। ৪. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১এ, একতলায় (উত্তর এবং পশ্চিম মুখী) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৫৬০ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ জমির মৌজা : পশ্চিম বড়িশা, জেএল নং ১৯, আরএস দাগ নং ৩৮০৯ এবং ৩৮১১, আরএস খতিয়ান নং ২৯০৮ এবং ২৯১০, কেএমসি অধীন প্রেমিসেস নং ২২/১, ক্রিস্টান পাথওয়ে (ঠাকুরপুকুর রোড), কলকাতা ৭০০০৬৩, থানা : ঠাকুরপুকুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সম্পত্তি শ্রীমতি মনু কয়াল এর নামে। আমাদের ১০.১১.২০২৩ তারিখের সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রত্যাহৃত হল।	**ক) ২৯.০৮.২০২৩ খ) ০৭.১২.২০২৪ গ) ২০,১৪,৯৫৯.৩১ টাকা (কুড়ি লাখ চোদ্দ হাজার নশো উনষাট টাকা এবং একত্রিশ পয়সা) টাকা** ৩১.০৭.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০৭.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা/ঠাকুরপুকুর

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

প্রতি — তারিখ : ০৭.১২.২০২৪

১) **শ্রী ধীরজ কুমার থার্ড,** (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা), পি-৬৪, ব্রাইট স্ট্রিট, ৪র্থ তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯
২) **শ্রী সোমনাথ ঘোষ** (ব্যক্তিগত জামিনদাতা) ১৫৪, বি কে পাল এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা - ৭০০০০৫
৩) **সান ফাইটো কেমিক্যালস লি.** (কর্পোরেট জামিনদাতা) ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
৪) **শ্রী রাধে কৃষ্ণ স্মেলটারস প্রা. লি.** (কর্পোরেট জামিনদাতা) ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
৫) **বিশ্বরূপা স্টিল প্রা. লি.** (কর্পোরেট জামিনদাতা) ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
৬) **সরকার গ্রে আয়রণ প্রোডাক্টস প্রা. লি.** (কর্পোরেট জামিনদাতা) ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
৭) **সুষমা থার্ড** (ব্যক্তিগত জামিনদাতা) পি-৬৪, ব্রাইট স্ট্রিট, ৪র্থ তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯
৮) **স্কাইরাইস ট্রেডার্স প্রা. লি.** (ব্যক্তিগত জামিনদাতা) ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
৯) **বিশ্বরূপা রোলিং মিলস প্রা. লি.** (কর্পোরেট জামিনদাতা) ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
১০) **বিশ্বরূপা কাস্টিং প্রা. লি.** (কর্পোরেট জামিনদাতা) ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

হইতে
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II
১১তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং
১ মিডলটন রোড
কলকাতা - ৭০০০৭১

প্রিয় মহাশয়,
বিষয় : - ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ/বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিমিত্ত নোটিশ
অ্যাকাউন্ট : মেসার্স বিশ্বরূপা স্টিল প্রা লি

আমরা২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে এবং দখল নোটিশ তারিখ ১৮.১১.২০২৪ অধীনে উক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে আপনাদের মনোযোগ আহ্বান করছি। কিন্তু আপনারা উক্ত নোটিশের পরও বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে, ২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংশ্লিষ্ট সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত সংরক্ষিত মূল্যে জামিনদত্ত সম্পদসমূহ ব্যাঙ্ক ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে এবং তৎসহ পঠিত সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল সংস্থান অধীনে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে এবং বিক্রয় সংবাদপত্রে প্রকাশের পরবর্তী ২০০২ সালে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে উক্ত রুলসের পরিশিষ্ট ৪-এ অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ, শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায় দিতে ব্যর্থ হলে।

বিক্রয়দত্ত জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :

ক্রম নং	জামিনের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	বায়না জমা (টাকা)
১.	খালি জমি পরিমাণ ৮৮৯.৫০ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা কড়েয়া এবং কুলেপাইরে, বাগনান, হাওড়া : ৭১১৩০৩, উল্লেখ্য জেএল নং ০৮, এরিয়া ৮৮৯.৫০ ডেসিমেল, দলিল নং ১-৭৭১৬-/০৯,জমির মালিক : মেসার্স সান ফাইটোকেমিক্যাল প্রা লি। চৌহদ্দি : জমির : উত্তরে : খালি জমি, দক্ষিণে : খালি জমি , পূর্বে : খালি জমি, পশ্চিমে : খালি জমি।	১,৯৭,০০,০০০.০০	১৯,৭০,০০০.০০
২	খালি জমির পরিমাণ ৩৫০ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কড়েয়া এবং কুলেপাইরে,বাগনান, হাওড়া-৭১১৩০৩ উল্লেখ্য জেএল নং ০৮, এরিয়া ৩৫০ ডেসিমেল, দলিল নং ১-২১৯৬/০৬, ২৮৬৪/০৬, ৩০৯৮/০৭, ১৩০৬/০৬, ১৩০৫/০৬, ১৯৯৫/০৯, ২৮৬০/০৮, ১৯৮৬/০৬। জমির মালিক : মেসার্স শ্রী রাধা কৃষ্ণ স্মেল্টারস প্রা লি, জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : খালি জমি, দক্ষিণে : খালি জমি, পূর্বে :খালি জমি, পশ্চিমে : খালি জমি।	৭২,০০,০০০.০০	৭,২০,০০০.০০
৩	খালি জমি পরিমাণ ১৭৪৮.৫৮ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কড়েয়া এবং কুলেপাইরে, বাগনান, হাওড়া, উল্লেখ্য জেএল নং ০৮, এরিয়া : ১৭৪৮.৫৮ ডেসিমেল, দলিল নং ১-১৪৬৯/০৯, ১৬৮৫/০৯, ৫৭৭৫/০৯, ৫৭৭৩/০৯, ১৯৮৭/০৯, ১৫৫৮/০৯, ১৬৪১/০৯, ১৬০১/০৯, ৪১৪৪/০৯, ৮৫৪/০৯, জমির মালিক মেসার্স স্কাইরাইজ ট্রেডার্স প্রা লি, জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : খালি জমি, দক্ষিণে : খালি জমি, পূর্বে : খালি জমি, পশ্চিমে : খালি জমি।	৩,৫৮,০০,০০০.০০	৩৫,৮০,০০০.০০
৪	বাণিজ্যিক ভবন : অফিস রুম নং ৩০৫, ৩য়তল, এবং অফিস রুম নং ৪০৫ এর অংশ ৪র্থতলে, ডানকুনি সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স, অবস্থিত টি এন মুখার্জি রোড,মৌজা : মনোহরপুর, ডানকুনি, রেল গেট নং ৮, ওয়ার্ড নং ০৯, জেএল নং ৯৮, থানা : ডানকুনি, হুগলি, পিন : ৭১২৩১১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৫৫৪ বর্গফুট দলিল নং ১৪৪৬-২০১১ সালের, জমির মালিক : বিশ্বরূপা টিউবস প্রা লি, **চৌহদ্দি** : উত্তরে : করিডর, দক্ষিণে : সিঁড়ি, পূর্বে : করিডর, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।	৩,৬০,০০,০০০.০০	৩৬,০০,০০০.০০

এতদ্বারা জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ ঃ ০৯.১২.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আবাস যোজনার টাকা আত্মসাৎ করায় চার উপভোক্তার বিরুদ্ধে এফআইআর পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: আবাস যোজনার টাকা পেয়ে ঘর না করে সেই টাকা আত্মসাৎ করায় ৪ উপভোক্তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিল বসিরহাট পুরসভা। ওই ৪ উপভোক্তার বিরুদ্ধে বসিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করল বসিরহাট পুরসভা পুরপ্রধান অদিতি মিত্র রায়। অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সম্প্রতি নবান্নে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবাস দুর্নীতি রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সমস্ত জেলায় জেলার শাসকদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন আবাস যোজনা দুর্নীতি রোখার। সেই মতো সম্প্রতি হাসনাবাদ ব্লকের ভেবিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অলিউর মণ্ডল বলেছিলেন, আবাস যোজনার ঘরের টাকা নিয়ে যারা ঘর করবেন না তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হবে। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। এবার সেই পথেই হাঁটল বসিরহাট পুরসভা। পুরসভার ২০১৮-১৯ এর সালের আবাস যোজনা অন্যান্যদের সঙ্গে প্রকল্পের ঘর পান ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ইমরান সরদার, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শফিকুল গাজী, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের অঞ্জনা সেন এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রবিন বিশ্বাস। ৫, ৯, ১৪,১৮, নম্বর ওয়ার্ড ফাঁকা জমি দেখিয়ে আবাস যোজনায় দ্বিতীয় কিস্তি টাকা নিয়েছেন, কেউ বাড়ি বিক্রি করে চলে গেছে আবার, কেউ টাকা পেয়েও ঘর সম্পূর্ণ করেনি। এমন ৪ জনের বিরুদ্ধে বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায় চৌধুরী নির্দিষ্ট তালিকা জিআই ট্যাগের নম্বর দিয়ে বসিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ পেয়েই তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ। এই অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বছর সত্তরের বাসিন্দা রবিন বিশ্বাস তিনি বলেন, আমি দ্বিতীয় কিস্তির ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা পেয়েছি ঘরের লিনটন পর্যন্ত করতে পারিনি। চার বছর অসুস্থ ছিলাম বিছনায় শয্যাশায়ী ছিলাম। আমি আবার বুধবার থেকে আবাস যোজনার ঘর শুরু করব। ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অঞ্জনা সেন ফাঁকা জমি দেখিয়ে দ্বিতীয় কিস্তি টাকা নিয়ে আবাস যোজনার ঘর না করে পালিয়ে গেছেন। তার খোঁজ শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূলের আইনজীবীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: অভিষেকের গড়ে নিরঙ্কুশ জয় তৃণমূলপন্থী আইনজীবীদের। ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল সমর্থিত আইনজীবীদের প্যানেল। বার অ্যাসোসিয়েশনের এই নির্বাচনে মোট ৯টি আসন রয়েছে। সবকটিতেই জয়ী শাসক প্যানেলের আইনজীবীরা। সোমবার আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশের আগেই রবিবার জয়ের উল্লাসে মেতে ওঠেন আইনজীবীরা।

প্রসঙ্গত, বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সহ নয়টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ৫, ৬, ৭ ডিসেম্বর ছিল মনোনয়ন পর্ব। তৃণমূল প্যানেল মনোনয়ন দিলেও বিরোধী পক্ষরা মনোনয়ন দেওয়া থেকে বিরত ছিল। সোমবার ফল ঘোষণার কথা থাকলেও আর কেউ মনোনয়ন না দেওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন তৃণমূল সমর্থিত আইনজীবীদের প্যানেল। রবিবার সরিষায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে মিষ্টিমুখ এবং আবির খেলায় মেতে ওঠেন তাঁরা। জয়ী নতুন প্যানেলের ৯ জনের মধ্যে বারের সভাপতি হতে চলেছেন কিঙ্কর দাস, সহ-সভাপতি হচ্ছেন নিয়মাতুল্লাহ সরদার, সম্পাদক হতে চলেছেন পীতবাস মণ্ডল এবং সহ-সম্পাদক হতে চলেছেন মানস দাস, কামাল হোসেন শাহ। তবে এই নির্বাচনকে অবৈধ বলে দাবি করছেন বিরোধী দলের আইনজীবীরা।

আবাস যোজনার তালিকা নিয়ে প্রতিবাদ করায় মারধর যুবককে, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অযোগ্যদের আবাসের তালিকায় নাম তোলা নিয়ে প্রতিবাদী যুবককে পেটানোর অভিযোগ উঠল গ্রামেরই একদল মাতব্বরদের বিরুদ্ধে। আহত প্রতিবাদী যুবককে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে ভূতনি থানার দক্ষিণ চণ্ডীপুর এলাকায়। আহত যুবকের অনুগামীদের সঙ্গে অভিযুক্ত আবির আলির দলবলের নতুন করে সংঘর্ষ বাঁধে। ভাঙচুর করা হয় চারটি বাড়ি, দুটি মোটর বাইক বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভূতনি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও এই হামলার ঘটনায় দুই পক্ষের ১৫ জন গুরুতর জখম হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতের নাম দানেশ আলি (৩০)। তাকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে আবির আলি, সায়েন আলি সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে। কিছুদিন আগে আহত দানেশ আলি ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছিলেন। আবির আলিদের পাকা ঘর আছে অথচ তাদের পরিবারের ২২ জন সদস্য আবাসের তালিকায় নাম উঠেছে। কিন্তু এলাকার যোগ্য উপভোক্তাদের নাম তালিকায় নেই। এরপরই এদিন রবিবার গোলমালের সূত্রপাত।

আহত দানেশ আলির এক কাকা সাহেব হক বলেন, অভিযুক্তদের প্রত্যেকের পাকা ঘর রয়েছে। অথচ ওদের পরিবারের ১২ জনেরই তালিকায় নাম এসেছে। দানেশ আলি নিজেও আবেদন করেছিলেন পাকা ঘরের জন্য। কিন্তু তার নাম ওঠেনি। দুই সপ্তাহ আগে এনিয়ে জেলাশাসকের কাছে এবং মানিকচক ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিল দানেশ। আর এই ঘটনা জেরেই ওকে এদিন কুপিয়ে খুনের চেষ্টা চালানো হয়। পরবর্তীতে অভিযুক্তরা দলবল নিয়ে হামলা চালায়।

মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় দুই পক্ষের চারটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এখনো পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আবির আলি, সায়েন আলি পলাতক। তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

‘যারা মুখ্যমন্ত্রীকে ভোট দিতে না করবে তাদের ঝাঁটা মেরে বের করে দিন’

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আমাদের দলের মধ্যে কিছু ছানু পাগল আছে তারা ভোটের সময় বলে জোড়া ফুলে ভোট দিও না, ২০২৬ সালের ভোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট। তারা যদি বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিও না তাদেরকে ঝাঁটা মেরে বের করে দেবেন বনগাঁয় শ্রমিক সংগঠনের সভায় বললেন চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। কটাক্ষ বিজেপির। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি উদ্যোগে বনগাঁ অভিযান সংঘের মাঠে ১৩০০০ শ্রমিকের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠান ছিল রবিবার। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের দলের নেতাদের উদ্দেশে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, আমাদের দলে কিছু ছানু পাগল আছে তারা ভোটের সময় বলে তৃণমূলে ভোট দিও না। তাদেরকে ঝাঁটা মেরে বিদায় করে দেবেন। এটা দলের কোনও বিভাজনের বিষয় নয়। আমি কোনও নেতার নাম করে বলিনি। দলবিরোধী কাজ করলে রেয়াত করা যাবে না। এবার আমাদের ফিরতে হবে বনগাঁ সাব ডিভিশনে। এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল জানিয়েছেন, যারা তৃণমূলকে আর চায় না তারা বিজেপিকে ভোট দিতে বলে।

ক্যানসার রোগীদের পাশে আরামবাগের এসডিএ চার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আর কয়েকদিন পরেই বড়দিন। সেজে উঠেছে আরামবাগের আজাদ পল্লির এসডিএ চার্চ। বড়দিনকে সামনে রেখে মানবিক কাজে নামল আরামবাগ এসডিএ চার্চ। এবারে ক্যানসার রোগীদের সেবার জন্য আর্থিক সহযোগিতার জন্য এই চার্চের মহিলারা নিজেদের মাথার চুল দান করলেন। এই চার্চের পক্ষ থেকে স্মরণ করা হয় প্রভু যিশুর আত্মত্যাগকে। উল্লেখ্য, রোমান শাসকের আদেশে যিশু খ্রিস্টকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সময় তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কাঁটার মুকুট। এরপর পেরেক দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যিশুখ্রিস্টকে। ক্যানসার রোগীদের জন্য এই চার্চের মহিলা সদস্য সুদেষ্ণা মণ্ডল সরকার, সোনিয়া পাশে, স্বর্ণা ডেভিড, অয়ন্তিকা ভট্টাচার্য, সুপর্না ভট্টাচার্য, পায়েল সরকার, কোয়েল পাত্র চুল দান করেন। প্রসঙ্গত, এসডিএ চার্চে সকালে প্রার্থনা ও বিশেষ প্রসাদ প্রভু যিশুখ্রিস্টকে প্রদান করা হয়। সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এসডিএ চার্চ কর্তৃপক্ষ। চার্চের এক সদস্যা সুদেষ্ণা মণ্ডল সরকার বলেন, প্রভুর আর্দশকে তুলে ধরতে এবং ক্যানসার রোগীর পাশে থাকতে চুল দান করলাম। কারণ প্রভু আমাদের এই কাজ দিয়েছেন। আরামবাগের আজাদপল্লির এসডিএ চার্চের ফাদার মানস কুমার দাস বলেন, চার্চে সকাল থেকেই প্রভু যিশুখ্রিস্টের প্রার্থনা করা হয়। তারপর চার্চের সদস্যরা সেবামূলক কাজ করেন। আবারও সন্ধ্যায় প্রার্থনা হবে।

টেস্ট পেপার প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন: এখনো বাম শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ প্রকাশিত মাধ্যমিক টেস্ট পেপারে ভরসা রাখছে ছাত্রছাত্রীরা। রবিবার হাওড়ার বাগনানের পাতিনানে স্থানীয় নবারুণ ক্লাবের উদ্যোগে এলাকার শতাধিক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হল টেস্ট পেপার। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস অধ্যুষিত মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের টেস্ট পেপার থাকলেও বাম প্রভাবিত অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমিক টেস্ট পেপার এই মুহূর্তেও দেদার হিট। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে তারা ভরসা রাখছে এবিটিএ টেস্ট পেপারে। নবারুণ ক্লাবের সভাপতি প্রবীর শাসমল এবং সম্পাদক সুরজিৎ দাস একযোগে জানিয়েছেন শিক্ষকদের পরামর্শ মতোই এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে টেস্ট পেপার তুলে দেওয়া হয়েছে।

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) pnb punjab national bank (Govt of India Undertaking)

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর -১০ দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০ ০৭৫
সস্ত্র ডিভিশন, সার্কেল অফিস : কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১, ইমেল : cs4479@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি এবং অন্যান্য নথিতথ্যাদি জমা দেবার শেষ তারিখ এবং সময়

সম্পত্তি লট (নিম্নে উল্লিখিত)	ডাক জমা দেবার শেষ তারিখ	সময় পর্যন্ত
ক্রম নং ১ থেকে ৭	অনলাইন : ২৬.১২.২০২৪	দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত
ক্রম নং ৮	অনলাইন : ১০.০১.২০২৫	দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা ‘‘যেখানে যা আছে’’, ‘‘যেখানে যেমন আছে’’ এবং ‘‘যে অবস্থায় আছে’’ ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে টেবিলে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জমা দিতে হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ওয়েব পোর্টাল **(https://BAANKNET.com)** প্রদত্ত প্ল্যাটফর্মে ই-নিলামের দ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রি করা হবে। সাধারণকে স্বয়ং বা অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত ডাক দাখিলের আহ্বান করা হচ্ছে।

লট নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ক) ই-নিলামের তারিখ/সময়
১.	ক) পিএনবি : সি আর এভিনিউ খ) অ্যাকাউন্ট : মেসার্স ভি ভি এন এন্টারপ্রাইজ	**প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি** সংশ্লিষ্ট সকল ‘‘বাণিজ্যিক আবাসন’’ জমি, ভবন এবং শেড পরিমাণ ১৫.১২ কাঠা কমবেশি , ৫.৮৯ কাঠা এলআর দাগ নং ২৬, আরএস দাগ নং ২৮, ৪.৬৭ কাঠা, এলআর দাগ নং ২৭, আরএস দাগ নং ৩০, এলআর খতিয়ান নং ৭৯৩, মৌজা : চতুরভূজকাটী, জেএল নং ২৩, তৌজি নং ৯, কান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, মালিক শ্রী বিশাল কুমার পাসারি, দলিল নং ১৯০১০১৩৩৬ -২০১৯ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-১, কলকাতা। ‘‘উৎসব পার্ক’’ ধুলাগড়েরর নিকট। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ১৭.০১.২০২৩ খ) ৪,০০,৪৬,৩৮৫.৭৫ টাকা তৎসহ শেষ ধার্যকৃত সুদের তারিখ থেকে সুদ এবং অন্যান্য সকল খরচ এবং অন্যান্য চার্জ গ) ০৬.১০.২০২৩	ক) ৪২৬.০৭ লাখ খ) ৪২.৬১ লাখ গ) ০.১০ লাখ টাকা	২৬.১২.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৭০৪৪৫০২০৬০)
২.	ক) পিএনবি : সি আর এভিনিউ খ) অ্যাকাউন্ট : মেসার্স ভি ভি এন এন্টারপ্রাইজ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি-৩ (৩য়তল) ‘‘মোনালিসা অ্যাপার্টমেন্ট’’ পরিমাণ এরিয়া ৮৪৯ বর্গফুট - ১০১৯ বর্গফুট থেকে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, সিএস দাগ নং ২৯৩২, খতিয়ান নং ৭০৫, হোল্ডিং নং ৩, বাগুইআটি রোড, কলকাতা ৭০০০২৮, মৌজা : সাতগাছি, পরগনা -কলিকাতা, জেএল নং ২০, আরএস নং ১৫৪, তৌজি নং ৩০৮৩, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৬ অধীন, থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, মালিক : শ্রী বিশাল কুমার পসারি, দলিল নং ১৯০৪১২৭৮১-২০১৮ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-৪, কলকাতা। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ১৭.০১.২০২৩ খ) ৪,০০,৪৬,৩৮৫.৭৫ টাকা তৎসহ শেষ ধার্যকৃত সুদের তারিখ থেকে সুদ এবং অন্যান্য সকল খরচ এবং অন্যান্য চার্জ গ) ০৬.১০.২০২৩	ক) ৩৭.৭২ লাখ খ) ৩.৭৭ লাখ গ) ০.১০ লাখ টাকা	২৬.১২.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৭০৪৪৫০২০৬০)
৩.	ক) পিএনবি : সাঁকরাইল শাখা খ) অ্যাকাউন্ট : তাপস মিত্র এবং প্রতিমা আদক মিত্র	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৫ শতক কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : জলা ধূলাগড়ি, জেএল নং ২, আরএস দাগ নং ৪৬২, আরএস খতিয়ান নং ১১৫২, এলআর দাগ নং ৪৮০, এলআর খতিয়ান নং ২৬৬৫, ধূলাগড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন অ্যাডিশনাল সাব রেজিস্ট্রি অফিস রানিহাটি, এবং জিএসআর হাওড়া এবং থানা: সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া। সম্পত্তির মালিক শ্রী তাপস মিত্র, পোঃ সন্তোষপুর উলুবেড়িয়া, গ্রাম : জলা ধূলাগোড়ি, শ্যাম সাঁকরাইল, হাওড়া : ৭১১৩১০। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ০৯.০৯.২০২১ খ) ১৪,৮৯,৪৪৩.০০ টাকা ৩১-০৮-২০২১ তারিখ অনুযায়ী তৎসহ শেষ ধার্যকৃত সুদের তারিখ থেকে সুদ এবং অন্যান্য সকল খরচ এবং অন্যান্য চার্জ গ) ১৯.০৮.২০২৩	ক) ১৫.১৪ লাখ খ) ১.৫২ লাখ গ) ০.১০ লাখ টাকা	২৬.১২.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯৪৭৬৩৬৮৬৭৬)
৪.	ক) পিএনবি : সাঁকরাইল শাখা খ) অ্যাকাউন্ট : মেসার্স মা কালী এমব্রয়ডারি, স্বত্বা.- শ্রী মৃত্যুঞ্জয় দাস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ আনুমানিক ৮ শতক কমবেশি এবং তদস্থিত ২ টি দোতলা আরসিসি ছাদ ভবন অবস্থিত মৌজা : গোন্ডালপাড়া, জেএল নং ১০, দাগ নং আরএস এবং এলআর ৮৫৮, খতিয়ান নং এলআর ১৫০৮, গ্রাম : গোন্ডালপাড়া, থানা : পাঁচলা এডিএসআর অফিস রানিহাটি, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১৩০২, গঙ্গাধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,অ্যাডিশনাল সাব রেজিস্ট্রি অফিস রানিহাটি অধিক্ষেত্র অধীন এবং ডিএসআর হাওড়া, উল্লেখ্য দলিল নং ১-০৩৩৫৫-২০১৪ সালের। সম্পত্তি শ্রী মৃত্যুঞ্জয় দাস পিতা প্রয়াত হারাধন দাসের নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ২৩.০৪.২০২১ খ) ২৯,২০,৪০১.০০ টাকা + তৎসহ শেষ ধার্যকৃত সুদের তারিখ থেকে সুদ এবং অন্যান্য সকল খরচ এবং অন্যান্য চার্জ গ) ২৮.০৯.২০২১	ক) ৪১.০০ লাখ খ) ৪.১০ লাখ গ) ০.১০ লাখ টাকা	২৬.১২.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯৪৭৬৩৬৮৬৭৬)
৫.	ক) পিএনবি : বড়বাজার শাখা খ) অ্যাকাউন্ট : অ্যালিভিয়েট থেরাপিউটিকস অংশীদারগণ I) শ্রী সুমন রঞ্জন দাসগুপ্ত, II) শ্রী সঙ্গীত শঙ্কর ঘোষ এবং III) শ্রী নলিনী রঞ্জন সাহা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত একতলায় উত্তর পূর্ব দিকে ফ্ল্যাট নং ১, অংশত জি-৩ এবং অংশত তিনতলা বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট পরিমাণ ৯০০ বর্গফুট (কমবেশি) অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪৯। নন্দনা পার্ক (ডাক ঠিকানা : ১৮ নন্দনা পার্ক), পো এবং থানা : বেহালা, মৌজা : সাহাপুর, জেএল নং ৮, তৌজি নং ৯৩ এবং ১০১, দাগ নং ৯৩৬, এবং ৯৩৮, খতিয়ান নং ২৩৪ এবং ২১৮, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১১৮ অধীন,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৩৪। সম্পত্তির মালিক শ্রী নলিনী রঞ্জন সাহা। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**।	ক) ২৮.০৫.২০২১ খ) ৪২,৬১,৯৯৬.০০ টাকা তৎসহ শেষ ধার্যকৃত সুদের তারিখ থেকে সুদ এবং অন্যান্য সকল খরচ এবং অন্যান্য চার্জ গ) ২১.০৯.২০২১	ক) ২৭.২৪ লাখ খ) ২.৭৩ লাখ গ) ০.১০ লাখ টাকা	২৬.১২.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯৪৭৬৩৬৮৬৭৬)
৬.	ক) পিএনবি : শেক্সপিয়র সরণি খ) অ্যাকাউন্ট : লোকনাথ ডেকরেটর্স স্বত্বা.- অসীম দে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৫৪, সতীন সেন নগর, শিব মন্দিরের নিকট, থানা : বরাহনগর, উত্তর ২৪ পরগনা , কলকাতা : ৭০০১০৮, বরাহনগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১ অধীন, সিএস দাগ নং ৩৬১, এলওপি নং ১৫৪, জেএল নং ৯, হোল্ডিং নং ১০৩৮, মৌজা : নোয়াপাড়া, জমির পরিমাণ ০২ কাঠা ০৪ ছটাক এবং তদস্থিত ভবন এরিয়া একতলায় ১০৩৩ বর্গফুট এবং দোতলায় ১০০৩ বর্গফুট। সম্পত্তির মালিক শ্রী সুবোধ কুমার দে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**।	ক) ০২.০৭.২০১৬ খ) ১৮,১১,৯২৪.০০ টাকা তৎসহ শেষ ধার্যকৃত সুদের তারিখ থেকে সুদ এবং অন্যান্য সকল খরচ এবং অন্যান্য চার্জ গ) ১৯.০১.২০১৭	ক) ৪৩.৩২ লাখ খ) ৪.৩৪ লাখ গ) ০.১০ লাখ টাকা	২৬.১২.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯৪৭৬৩৬৮৬৭৬)
৭.	ক) পিএনবি : বড়বাজার শাখা খ) অ্যাকাউন্ট : মেসার্স বেঙ্গল ট্রেডিং অ্যান্ড কোং স্বত্বা.- তিয়াশা মাজি	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এফ-১, ২য়তলে, পূর্ব দিকে, এরিয়া পরিমাণ ৬৫৩ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ এবং ভবনের চাতলের ব্যবহার জমির পরিমাণ ০২ কাঠা ০৫ ছটাক ২৫ বর্গফুট সমপরিমাণ ০৪ শতক - ৫৭ শতক থেকে এরয়িা কমবে অংশ আরএস দাগ নং ৪৭৪, বর্তমানে এলআর দাগ নং ৪৩৩, আরএস খতিয়ান নং ৮৩৩/২, এলআর (পুরানো) খতিয়ান নং ৩১৩১, বর্তমান খতিয়ান নং ৪৬৩১ এবং ৪৬৩২ মৌজা : সাঁতরাগাছি, পূর্বতন তালিকা জেএল নং ০৪ অধিক্ষেত্র বর্তমান ১০৪, তৌজি নং ৭৮৩, আরএস নং ২০০১, পরগনা : ধারসা, অবস্থিত স্থানের নাম ধারসা, জগাছা থানা অধীন হোল্ডিং নং ১০২, এইচআইটি রোড এবং ওয়ার্ড নং ৪৮, হাওড়া পৌর নিগমের সম্প্রসারিত এলাকা এবং জেলা: সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডোমজুড়, হাওড়া। জেলা রেজিস্ট্রার অফিস হাওড়া, জেলা হাওড়া। সম্পত্তির মালিক শ্রীমতি রূপসী মাজি, স্বামী শ্রী কার্তিক মাজি। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ০৬.১১.২০২১ খ) ৩১,৬৪,৫০৪.৩১ টাকা তৎসহ শেষ ধার্যকৃত সুদের তারিখ থেকে সুদ এবং অন্যান্য সকল খরচ এবং অন্যান্য চার্জ গ) ০৬.০৫.২০২২	ক) ১৮.৮১ লাখ খ) ১.৮৮ লাখ গ) ০.১০ লাখ টাকা	২৬.১২.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯৪৭৬৩৬৮৬৭৬)
৮.	ক) পিএনবি : ডোমজুড় (ইইউএনআই) খ) অ্যাকাউন্ট : মেসার্স মন্ডল বিল্ডিং মেটেরিয়ালস, স্বত্বা.- মিন্টু মন্ডল পিতা- সোরাববুদ্দিন মন্ডল	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ৭.০৩ শতক অবস্থিত মৌজা: সখেরিদহ, জেএল নং ২২, আরএস দাগ নং ৫৯৯, এলআর দাগ নং ৬১৩, এলআর খতিয়ান নং ১৫৭৫, ১৫৭৭, ১৫৭৮ এবং ১৫৭৯, ডিএসআর হাওড়া, এডিএসআর ডোমজুড়, থানা: ডোমজুড়, জেলা: হাওড়া, পিন: ৭১১৪১১, দলিল নং ১-০৫৫৪৫ -২০১৩ সালের, মিন্টু মন্ডল , পিতা শরদিন্দু মন্ডলের নামে। উত্তরে : অংশ দাগ নং ৫৯৯, দক্ষিণে: সম্পত্তি দাগ নং ৬০০, পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিমে: ডোমজুড়-ধূলাগড়ি রোড। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ১৬.০৭.২০২৪ খ) ১৪,৩৯,৮৮৪.১১ টাকা তৎসহ শেষ ধার্যকৃত সুদের তারিখ থেকে সুদ এবং অন্যান্য সকল খরচ এবং অন্যান্য চার্জ গ) ১৯.১০.২০২৪	ক) ৫৪.৬৮ লাখ খ) ৫.৪৭ লাখ গ) ০.১০ লাখ টাকা	১০.০১.২০২৫ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৯৪৭৬৩৬৮৬৭৬)

ই-নিলাম বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **‘অনলাইন ই-নিলাম মাধ্যমে’ https://BAANKNET.com**।
২. আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে **(https://BAANKNET.com)** পোর্টালে তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি নথিভুক্ত করতে। আরও অবগত করা হচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি সংযুক্ত করতে। কেওয়াইসি নথি একবার যাচাই করার পর ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা (দুই কাজের দিন প্রয়োজন হতে পারে), আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতারা ইএমডি পরিমাণ অনলাইন মাধ্যমে গ্লোবাল **ইএমডি ওয়ালেট ২৬.১২.২০২৪ মাধ্যমে (ক্রম নং ১ থেকে ৭) এবং ১০.০১.২০২৫ (ক্রম নং ৮)** নিলামের তারিখের আগে এবং সময়ে দাখিল করতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটের ইএমডি স্থানান্তর নিলামের যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হওয়া জরুরি।
৩. বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) পরিমাণ উল্লিখিত মতে অনলাইন মাধ্যমে তিনটি আকারে অর্থাৎ এনইএফটি/নগদ/স্থানান্তর চালান গ্রহণের **(https://BAANKNET.com)** ডাকদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। এনইএফটি স্থানান্তর যেকোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে করা যাবে যাহোক নগদ/অন্যান্য স্থানান্তরের জন্য ডাকদাতাদের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখায় যেতে হবে। ইএমডি দাখিল অন্য যেকোনও ভাবে চেক মাধ্যমে গৃহীত হবে না। ডাকাদাতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অনলাইনে দাখিল না করলে ই-নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। বায়না জমা দাখিল কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট (https://BAANKNET.com) মাধ্যমে ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. (ইমেল আইডি : support.ebkray@psballiance.com)। আগ্রহী ডাকদাতা/ ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ওয়েবসাইট https://BAANKNET.com মাধ্যমে অংশ নিতে। এই পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা অনলাইন প্রদর্শন/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে ই-নিলাম পোর্টালের জন্য।**
৫. বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েবপেজ পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত i. **https://BAANKNET.com** ii. **www.pnbindia.in** সংযুক্ত।
৬. ই-নিলামে ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীরা বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারেন, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি, ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী, এই ই-নিলাম সম্পর্কিত ই-নিলামের অপারেশনাল অংশে সহায়তা ম্যানুয়াল ই-বিক্রয় পোর্টাল থেকে **(https://BAANKNET.com)**।
৭. ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে পোর্টালে **(https://BAANKNET.com)** নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তারা প্রয়োজনীয় KYC নথি আপলোড করবে। একবার KYC নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হলে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে), ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাকে তার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোড ব্যবহার করে EMD পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকার পরেই, সুদ দরদাতা ই-নিলামের তারিখে বিড করতে সক্ষম হবেন।
৮. বিডিংয়ের সময় দরদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>=EMD পরিমাণ) থাকতে হবে।
৯. ই-নিলামের সময় দরদাতাদের উদ্ধৃত শেষ বিডের উপরে এবং তার উপরে ইন্টার-সে বিডিংয়ে উচ্চতর দর অফার করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং দরদাতাদের শেষ উচ্চতর বিড থেকে বিডের পরিমাণ ন্যূনতম **১০,০০০.০০ টাকা** হতে হবে দশ মিনিট পরপর উচ্চতর দর উদ্ধৃত করার জন্য দরদাতাদের সময় দেওয়া হবে এবং শেষ সর্বোচ্চ বিডের দশ মিনিটের পরে যদি কোনও দরদাতা উচ্চতর দর প্রস্তাব না করে তবে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
১০. ই-নিলামের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, শর্তাবলী এবং ই-অকশনের কার্যকারিতা সংক্রান্ত হেল্প ম্যানুয়াল সঠিকভাবে পড়া এবং কঠোরভাবে অনুসরণ করা দরদাতাদের দায়িত্ব ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনো অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর **(support.ebkray@psballiance.com)** অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যার বিশদ বিবরণ ই-নিলাম পোর্টালে পাওয়া যায়।
১১. অনুমোদিত অফিসার দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত করার পরে, শুধুমাত্র সফল দরদাতাকে আমাদের উপরে উল্লেখিত পরিষেবা প্রদানকারী এসএমএস/ইমেলের মাধ্যমে অবহিত করবেন। (মোবাইল নম্বরে/ তাদের দেওয়া ইমেল ঠিকানায়/পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে নিবন্ধিত)।
১২. সুরক্ষিত সম্পদ রিজার্ভ মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। নিয়মানুযায়ী, বিডিং রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে এক খাঁজ বেশি থেকে শুরু হবে।
১৩. সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫ শতাংশ (পঁচিশ শতাংশ) জমা দিতে হবে, জমা করা কম EMD পরিমাণ, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয় এবং অবশিষ্ট অর্থ ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে, **‘অথরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, A/c (A/C-এর নাম)** এর পক্ষে টানা একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্টের আকারে কলকাতায় প্রদেয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল দরদাতার জমাকৃত অর্থ ব্যাংকে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তার সম্পত্তির নতুন নিলাম/বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে এবং খেলাপি দরদাতা তা করতে পারবে না। বাজেয়াপ্ত পরিমাণ এবং সম্পত্তি উপর কোন দাবি আছে।
১৪. সফল দরদাতার দ্বারা ব্যাঙ্কে বিক্রয় বিবেচনার অর্থ প্রদান আয়কর আইন ১৯৬১-এর ধারা ১৯৪- ১এ এর অধীনে (সাপেক্ষে হবে এবং সফল দরদাতাকে শুধুমাত্র অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ জমা করার সময় TDS করতে হবে। বিডের পরিমাণ/বিআইডি পরিমাণের সম্পূর্ণ জমা।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক যেকোনও দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন, যদি গ্রহণযোগ্য না পাওয়া যায় বা নিলামের শর্তাবলী স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার বা যেকোনো সময় কোনো কারণ উল্লেখ না করে পরিবর্তন করার এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত যে কোন পর্যায়ে চূড়ান্ত হবে।
১৬. কোনো বিরোধ বা মামলা বা উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদির দ্বারা প্রদত্ত প্রতিকূল আদেশের ক্ষেত্রে বা যে কোনো কারণে, ব্যাঙ্ক দরদাতাদের টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই সময়ের জন্য কোন সুদ প্রদান করা হবে না ব্যাংকের কাছে রাখা হয়েছে, এ ব্যাপারে অনুমোদিত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
১৭. বিক্রয় শংসাপত্রটি আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ দর জমার ক্ষেত্রে সফল দরদাতার অনুকূলে জারি করা হবে।
১৮. সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হচ্ছে ‘‘**যেখানে আছে তেমনই**’’ এবং ‘‘**যেমন আছে তাই আছে**’’ এবং ‘‘**যা আছে ভিত্তি আছে**’’ ভিত্তিতে।
১৯. উপরে তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বিবৃত করা হয়েছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
২০. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। দরদাতা প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী ডিলিং কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে সম্পত্তি পরিদর্শন করে।
২১. সমস্ত সংবিধিবদ্ধ বকেয়া/অ্যাটেন্ডেন্ট চার্জ/রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স ইত্যাদি সহ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
২২. অনুমোদিত অফিসার বা ব্যাঙ্কের কাছে পরিচিত নয় এমন সম্পত্তির (ই-নিলাম) বিষয়ে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনও বকেয়া জন্য দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি কর বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
২৩. দরদাতাকে অবশ্যই যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যর্থতা, পাওয়ার ব্যর্থতা বা প্রযুক্তিগত কারণে বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করার কারণে/অপ্রত্যাশিত কারণে কোনও ব্যাঘাতের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৪. একটি প্রতিনিধি নিয়োগ এবং স্ব-বিড করা এবং নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য এটি ব্যাংকের জন্য

বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন : https://BAANKNET.com / www.pnbindia.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ০৯.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
সস্ত্র ডিভিশন, কলকাতা পশ্চিম সার্কেল,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ভারতীয় ক্রিকেটে লজ্জার বরিবাসরীয়

এশিয়াকাপে বাংলাদেশ হারিয়ে দিল ভারতকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: যুব এশিয়া কাপে হার ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হেরে গেল তারা। রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে হেরেছে রোহিত শর্মার ভারত। মেয়েদের খেলাতেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হেরেছেন হরমনপ্রীত কউরেরা। তার পর ছোটদের এশিয়া কাপেও হেরে গেল ভারতীয় দল। যুব এশিয়া কাপের ফাইনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৫৯ রানে হার ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের।

ক্রিকেট মাঠে এমন রবিবার ভুলতে চাইবেন ভারতীয় সমর্থকেরা। অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের টেস্টে রবিবার ভারত যে হারবে তা আগেই বোঝা যাচ্ছিল। সেই আশঙ্কা সত্যি হয়। ১০ উইকেটে হেরে যান রোহিতেরা। মেয়েদের দ্বিপাক্ষিক এক দিনের সিরিজে র দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতকে ১২২ রানে হারিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়া। আগে ব্যাট করতে নেমে ৩৭১/৮ তোলে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দল। ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ২৪৯ রানে। তার পর ছোটদের এশিয়া কাপেও হারতে হল ভারতকে। বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে ১৯৮ রান তোলে। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দল ১৩৯ রানে শেষ হয়ে যায়।

ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দল ছোটদের এশিয়া কাপে শুরু করেছিল হার দিয়ে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিল তারা। তার পর জাপান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে বৈভব সূর্যবংশীদের দল। শ্রীলঙ্কাকে সেমিফাইনালে ৭ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে মুখোমুখি হয় বাংলাদেশের। গত বারের এশিয়া কাপে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ দল জিতেছিল। সেই দলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে হেরে গেল ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দল।

রবিবার ভারতের সিনিয়র দল দু'টি হেরে গেলেও জুনিয়রদের উপর ভরসা রেখেছিলেন সমর্থকেরা। কিন্তু ভুল শট নির্বাচনের খেসারত দিল বৈভবেরা। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে বাংলাদেশকে ১৯৮ রানে আটকে রাখার পরও জিততে পারল না তারা। ভারতের দুই ওপেনার আয়ুষ মাত্রে (১) এবং বৈভব (৯) ভুল শট খেলে আউট হন। তাঁরা বলের লাইন বুঝতে পারেননি। অধিনায়ক মহম্মদ আমন কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন দলকে ম্যাচে ফেরানোর কিন্তু কোনও ব্যাটারই রান করতে পারেননি। বাংলাদেশের বোলারেরা একের পর এক উইকেট নেন। পেসার ইকবাল হোসেন ইমন এবং আজিজুল হাকিম তিনটি করে উইকেট নেন।

বাংলাদেশকে ১৯৮ রানে আটকে রাখার কৃতিত্ব দিতে হবে ভারতীয় বোলারদের। বাংলার পেসার যুধাজিত গুহ এবং রাজস্থানের চেতন শর্মা মিলে শুরুতেই উইকেট নেন। মাঝের ওভারে কিরণ চোরমালে, কেপি কার্তিকেয়, আয়ুষ, হার্দিক রাজেরা ভাঙন ধরান। কিন্তু বোলারদের দাপট ধরে রাখতে পারলেন না ব্যাটারেরা। আইপিএলে কোটিপতি হওয়া বৈভব যে ভাবে ভুল লাইনে ব্যাট নিয়ে গিয়ে গালিতে ক্যাচ দিলেন, তাতে বলাই যায় ১৩ বছরের কিশোরের ব্যাট হাতে পরিণত হতে এখনও বেশ খানিকটা সময় লাগবে। ভারতের এই অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অনেকেরই হয়তো আগামী দিনে সিনিয়র দলে জায়গা পেতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে।

রোহিতদের হার ১০ উইকেটে
গোলাপি বলে ফিকে ভারতীয় ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইনিংস হার এড়াতে পারলেও লজ্জা এড়াতে পারলেন না রোহিত শর্মারা। নীতীশ কুমার রেড্ডির ৪২ রানের ইনিংসের সুবাদে অস্ট্রেলিয়ার সামনে জয়ের জন্য ১৯ রানের লক্ষ্য রাখে ভারত। কোনও উইকেট না হারিয়েই সেই রান তুলল অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে আটটি দিন-রাতের টেস্ট খেলে আটটিতেই জিতলেন প্যাট কামিন্সেরা। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ১৭৫ রানে। সব মিলিয়ে অ্যাডিলেডে খেলা হল ১৭১.২ ওভার। দিনে ৯০ ওভার করে ধরলে পুরো দু'দিনও খেলা হয়নি। এই ম্যাচই ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম সময় শেষ হওয়া টেস্ট।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষেই ভারতের হার এক রকম নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। রোহিতদের হাতে ছিল ৫ উইকেট। ইনিংস হার বাঁচাতে দরকার ছিল ২৯ রান। সেই রান করে দিলেন নীতীশ। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার মতো জায়গায় দলকে পৌঁছে দিতে পারলেন না নিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা তরুণ অলরাউন্ডার। ১৯ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নামা অস্ট্রেলিয়া সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছল। দুই ওপেনার উসমান খোয়াজা এবং নাথাম ম্যাকসুইনিকে কোনও সমস্যায় ফেলতে পারেননি ভারতীয় বোলারেরা। খোয়াজা ৯ এবং ম্যাকসুইনি ১০ রান করে অপরাজিত থাকলেন।

দিনের প্রথম ওভারেই ঋষভ পন্থ (২৮) আউট হয়ে যাওয়ায় রোহিতদের কাজ কঠিন হয়ে যায়। তার পর নীতীশই ২২ গজের এক দিক আগলে রেখে দলের ইনিংস টানার কিছুটা চেষ্টা করলেন। তাঁর লড়াকু ৪২ রানের ইনিংসে রয়েছে ৬টি চার এবং ১টি ছয়। কিন্তু পিচের অন্য প্রান্ত থেকে সাহায্য পেলেন না। রবিচন্দ্রন অশ্বিন (৭), হর্ষিত রানা (শূন্য), মহম্মদ সিরাজ (৭) বা যশপ্রীত বুমরার (অপরাজিত ২) কেউই কঠিন সময় ব্যাট হাতে দায়িত্ব নিতে পারলেন না। একটু অচেনা পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে কী ভাবে লড়াই করতে হয়, তা এখনও আয়ত্ত করতে পারেননি রোহিত, বিরাট কোহলিরা। সিনিয়র ক্রিকেটারদের আরও দায়িত্ব নিয়ে খেলা উচিত। গোটা ম্যাচেই গোলাপি বলে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে পারলেন না ভারতের ব্যাটার এবং বোলারেরা। পারফরম্যান্স করা উচিত, অন্তত বিদেশের মাঠে তো বটেই। না হলে অভিজ্ঞতা মূল্যহীন হয়ে যায়।

অস্ট্রেলিয়ার বোলিং আক্রমণকে দ্বিতীয় ইনিংসে নেতৃত্ব দিলেন অধিনায়ক কামিন্স। ৫৭ রানে ৫ উইকেট তাঁর। ৬০ রান দিয়ে ২ উইকেট মিচেল স্টার্কের। স্কট বোল্যান্ডের ৩ উইকেট ৫১ রানে। অ্যাডিলেড টেস্টের পর পাঁচ ম্যাচের সিরিজ এখন ১-১। আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে দু'দলের তৃতীয় টেস্ট।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার হরমনপ্রীতদেরও

নিজস্ব প্রতিনিধি: অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে হেরেছেন রোহিত শর্মারা। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে দেশের আর এক প্রান্ত ব্রিসবেনে হারল ভারতের মহিলা দলও। মহিলাদের এক দিনের সিরিজে র দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতকে ১২২ রানে হারাল অস্ট্রেলিয়া। সিরিজও খোয়ালেন হরমনপ্রীত কউরেরা। জোড়া শতরান জর্জিয়া ভল এবং এলিস পেরির।

আগে ব্যাট করতে নেমে ৩৭১/৮ তোলে অস্ট্রেলিয়া। ভারতের বিরুদ্ধে এক দিনের ম্যাচে এটাই তাদের সর্বোচ্চ রান। শুরু থেকেই আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে থাকে তারা। কখনওই সমস্যায় পড়তে হয়নি। ওপেনিং জুটিতে ফিবি লিচফিল্ড (৬০) এবং ভল ১৩০ রান তুলে দেন। ওটাই অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের ভিত তৈরি করে দেয়। এর পর দ্বিতীয় উইকেটে পেরির সঙ্গে ৯২ রানের জুটি গড়েন ভল।

তিনি আউট হওয়ার পর বেথ মুনির (৫৬) সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে ৯৮ রানের জুটি গড়েন পেরি। দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচ খেলতে নেমেই শতরান করলেন ভল। ৮৭ বলের ইনিংসে মেরেছেন ১২টি চার। পেরির ৭৫ বলে ১০৫ রানের ইনিংসে রয়েছে ছ'টি ছয় এং সাতটি চার। ভারতের দুই স্পিনার প্রিয়া মিশ্র (১-৮৮) এবং মিন্নু মণি (২-৭১) প্রচুর রান দিয়েছেন। শেষ পাঁচ ওভারে কয়েকটি উইকেট তুললেও বড় রান খাড়া করে অস্ট্রেলিয়া।

ওপেন করতে নেমে রিচা ঘোষ ৭২ বলে ৫৪ করেন। তবে বাকি সব ব্যাটারই ব্যর্থ। স্মৃতি মন্ধানা (৯), হরলীন দেওল (১২), হরমনপ্রীত (৩৮) কেউ দাগ কাটতে পারেননি। জেমাইমা রদ্রিগেস (৪৩) এবং মণির দৌলতে ভারতের রান ভদ্রস্থ জায়গায় পৌঁছয়।

কিউয়ি দেশে সিরিজ জিতল ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: যা প্রত্যাশিত ছিল সেটাই হল। দ্বিতীয় টেস্টেও নিউ জল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ জিতে নিল ইংল্যান্ড। ১৬ বছর পর কিউয়ি দেশে সিরিজ জয় ইংরেজদের। জয়ের জন্য ৫৮৩ রান তাড়া করতে নেমে ২৫৯ রানে অল আউট হয়ে যায় নিউ জল্যান্ড।

ভারতে এসে ভারতকে চুনকাম করার পর এই হার নিউ জল্যান্ডের কাছে বেশ অপ্রত্যাশিতই। ইংরেজদের আগ্রাসী ক্রিকেটের পাল্টা কোনও জবাবই খুঁজে পাননি কেন উইলিয়ামসনেরা। ব্যাটিং, বোলিং দুই বিভাগেই নিউ জল্যান্ড টেক্কা দিতে পারেনি ইংল্যান্ডকে।

রবিবার তৃতীয় দিন ৩৭৮/৫ স্কোরে খেলা শুরু করেছিল ইংল্যান্ড। জো রুট শতরান করেন। টেস্টে ৩৬তম শতরান হল রুটের। ছুঁয়ে ফেললেন রাহুল দ্রাবিড়কে। রুটের শতরানের পরেই ইংল্যান্ড ডিক্লেয়ার করে ৪২৭/৬ স্কোরে।

একদিন

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

হেপাজতে অভিযুক্তকে নৃশংস অত্যাচারের অভিযোগ, বেকসুর মুক্তি প্রাক্তন আইপিএসের

পোরবন্দর, ৮ ডিসেম্বর: পুলিশ হেপাজতে এক অভিযুক্তকে নৃশংস অত্যাচারের অভিযোগ মামলায় প্রাক্তন আইপিএস সঞ্জীব ভাটকে বেকসুর খালাস করল গুজরাটের এক আদালত।

১৯৯৭ সালের সেই ঘটনায় অভিযুক্ত ওই প্রাক্তন আইপিএসকে শনিবার এই মামলার শুনানিতে আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন ওই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তার ভিত্তিতে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। ফলে প্রমাণের অভাবে গুজরাটের পোরবন্দরের তৎকালীন পুলিশ সুপারকে বেকসুর খালাস করা হচ্ছে।

ঘটনার সূত্রপাত ১৯৯৭ সালে। সন্ত্রাসবাদ ও বেআইনি অস্ত্র সংক্রান্ত মামলায় নারান যাদব নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা করে পুলিশ। এই মামলায় ২২ জন অভিযুক্তর মধ্যে একজন ছিলেন যাদব। অভিযোগ, তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে অভিযোগ স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়। তার জন্য পুলিশ হেপাজতে নৃশংস নির্যাতন করেন সঞ্জীব ভাট ও বজুভাই চাউ নামে এক কনস্টেবল। যাদবকে বেঁধে গোপনাঙ্গ সহ তাঁর শরীরের নানা জায়গায় বিদ্যুতের শক দেওয়া হয়। বাদ যায়নি যাদবের পুত্রও। এই মামলায় ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর মামলা দায়ের হয় সঞ্জীব ভাট ও বজুভাই চাউয়ের বিরুদ্ধে। আদালতের নির্দেশে ২০১৩ সালের ১৫ অগস্ট এফআইআর দায়ের করা হয়। যদিও সেই মামলায় প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস হলেন সঞ্জীব ভাট। বজুভাই চাউয়ের মৃত্যু হয়েছে আগেই।

উল্লেখ্য, গুজরাত হিংসার তদন্তে নেমে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক অপরাধের অভিযোগ উঠেছিল প্রাক্তন এই আইপিএস সঞ্জীব ভাটের বিরুদ্ধে। ১৯৯০ সালে জামনগরে পুলিশ হেপাজতে নৃশংস নির্যাতনের ফলে এক অভিযুক্তের মৃত্যু হয়। সেই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন ভাট। ১৯৯৬ সালে রাজস্থানের এক আইনজীবীকে মাদক মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগে ২০ বছরের সাজা হয়েছে তাঁর। শুধু তাই নয়, নির্দোষ ব্যক্তিদের হেপাজতে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন করে অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য করার মতো অভিযোগ বার বার উঠেছে এই প্রাক্তন আইপিএসের বিরুদ্ধে। একাধিক মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে বর্তমানে রাজকোটের কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি তিনি। যদিও ১৯৯৭ সালের এক মামলায় বেকসুর মুক্তি পেলেন সঞ্জীব ভাট।

বিমার টাকা পেতে নিজের মৃত্যুর গল্প ফাঁদেন যুবক, খুন ভিখারিকে

জয়পুর, ৮ ডিসেম্বর: বিমার টাকা পেতে নিজেরই মৃত্যুর গল্প ফাঁদলেন এক যুবক। আর তার জন্য এক ভিখারিকে ট্রাক দিয়ে চাপা দেন। তারপর তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহের পাশে নিজের পরিচয়পত্র ফেলে রেখে দেন যুবক। যাতে সহজে শনাক্ত না করা যায়, সেজন্য ভিখারির মাথা পিষে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরও শেষরক্ষা হল না। ধরা পড়ে গেলেন যুবকটি। ঘটনাটি রাজস্থানের বাঁসওয়ারা জেলার। অভিযুক্তের নাম নরেন্দ্র সিংহ রাওয়ত। পুলিশ সূত্রে খবর, বাজারে অনেক দেনা হয়ে যাওয়ায় সেই টাকা মেটাতে নিজের মৃত্যুর গল্প ফাঁদেন তিনি। নরেন্দ্রর নামে থাকা বিমার টাকা পাওয়ার জন্য এক ভিখারিকে খুনের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। গত ১ ডিসেম্বর ঝেড়বাড়ি গ্রামের কাছে একটি ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। দেহের পাশে একটি ব্যাগ পাওয়া যায়। সেই ব্যাগ থেকে নরেন্দ্রর পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়।

সেই পরিচয়পত্রের সূত্র ধরে নরেন্দ্রর বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তাঁরা জানিয়ে দেন, এই দেহ নরেন্দ্রর নয়। এরপরই প্রশ্ন ওঠে তা হলে কার দেহ এটি? কেনই বা ওই দেহের পাশে নরেন্দ্রর পরিচয়পত্র পাওয়া গেল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ওই মৃতদেহ নরেন্দ্রর নয়। সেটি তুফান সিংহ নামে এক ভিখারির। পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুই ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করতেই তাঁদের জেরা করে নরেন্দ্রর খোঁজ পান তদন্তকারীরা।

২০ লক্ষ ডলার খরচ করলেই মিলবে ট্রাম্প ও মেলানিয়ার সঙ্গে নৈশভোজের সুযোগ!

ওয়াশিংটন, ৮ ডিসেম্বর: ১০ থেকে ২০ লক্ষ ডলার খরচ করে ফেললেই আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের সঙ্গে এক টেবিলে বসে নৈশভোজের দুর্দান্ত সুযোগ। তার আগে 'ওয়ার্ম আপ' হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভান্স এবং তাঁর স্ত্রী ঊষা ভান্সের সঙ্গেও সুযোগ মিলবে নৈশাহারের। রিপাবলিকান সমর্থকদের জন্য এমনই অভূতপূর্ব প্রস্তাব রাখা হয়েছে আমেরিকায় নতুন প্রেসিডেন্টের আসন্ন শপথগ্রহণ ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রচারে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এই পরিমাণ অর্থ উদ্বোধনী তহবিলে দান করলেই ট্রাম্প ও মেলানিয়ার সঙ্গে 'বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ' নৈশভোজের সুযোগ দেওয়া হবে সমর্থকদের। রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে এই নৈশভোজের অনুষ্ঠান হবে ২০২৫ সালের ১৯ জানুয়ারি। তার ঠিক পরের দিন, অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন ট্রাম্প, ফার্স্ট লেডি হবেন মেলানিয়া। ভান্স দম্পতির সঙ্গে নৈশভোজের তারিখ ১৮ জানুয়ারি। শুধু তা-ই নয়, ১৭ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত শপথগ্রহণ-সহ মোট আটটি অনুষ্ঠানের আধ ডজন টিকিটও মিলবে ওই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে। ভাবী প্রেসিডেন্ট এবং ফার্স্ট লেডির সঙ্গে এই নৈশভোজের অনুষ্ঠানকে 'পিনাকল ইভেন্ট' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সব ক'টিতেই মেলানিয়া থাকবেন কি না, তার এখনও কোনও নিশ্চয়তা নেই। ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারের সময়েও তিনি মাত্র কয়েকটি কর্মসূচিতেঅংশগ্রহণ করেছিলেন। দলের মধ্যে চর্চা, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথগ্রহণের পরেও খুব একটা সামনে আসবেন না মেলানিয়া। ফ্লরিডা ওনিউ ইয়র্কের মধ্যে যাতায়াত করবেন তিনি। ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মেলানিয়ার ছোট ছেলে ব্যারন নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ছাত্র। ছেলের জন্যই নিউ ইয়র্কে হয়তো বেশি সময় কাটাবেন মেলানিয়া। অবশ্য প্রয়োজন অনুসারে হোয়াইট হাউসেওআসবেন তিনি।

এ বছর প্রেসিডেন্টের উদ্বোধনী তহবিলের কমিটির মাথায় রয়েছেন স্টিভন উইটকফ। তাঁকে সাহায্য করছেন জর্জিয়ার প্রাক্তন রিপাবলিকান সেনেটর কেলি লোয়েফলার। স্টিভন নিজে গত দশ বছরে ট্রাম্পের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রচারে কম করেও ২০ লক্ষ ডলার দান করেছেন। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ভাবী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রতি অকুণ্ঠসমর্থন জানাতেই তাঁর উদ্বোধনী তহবিলে বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করে থাকেন তাঁর উচ্চবিত্ত সমর্থক ও বিভিন্ন সংস্থা। আর এই বিপুল অনুদানের পিছনেই থাকে চার বছরের জন্য ক্ষমতায় থাকা সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সুবিধা ও সমর্থন পাওয়ার অলিখিত চুক্তি। অন্য বারের মতো এ বারেও ট্রাম্পের তহবিলে আর্থিক অনুদানের নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। তবে, দুর্নীতি রুখতে অনুদানের পরিমাণ দু'শো ডলারের বেশি হলে ফেডারেল নির্বাচন কমিশনকে তা জানাতে হবে। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে ট্রাম্পের উদ্বোধনী তহবিলে মোট ১০.৭ কোটি ডলার জমা পড়েছিল। পরে তদন্তে জানা যায়, এই অর্থের অনেকটাই বিদেশ থেকে অবৈধ ভাবে জমা পড়েছিল। এই দুর্নীতিতে এক জন দাতার ১২ বছরের জেলও হয়।

বুলেটবিদ্ধ ২ পুলিশকর্মীর দেহ উদ্ধার

শ্রীনগর, ৮ ডিসেম্বর: রবিবার ভোরে জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে বুলেটবিদ্ধ দুই পুলিশকর্মীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়েই দ্রুত এলাকায় পৌঁছে দু'টি দেহই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ।

জানা গিয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ উধমপুরের রেহেম্বাল অঞ্চলের কালীমন্দিরের কাছে দুজন পুলিশকর্মীর নিথর দেহ দেখা যায়। তাঁদের দেহে রয়েছে বুলেটের ক্ষত। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা উত্তর কাশ্মীরের সোপোরে থেকে তালওয়াড়ায় সাবসিডারি ট্রেনিং সেন্টারে যাচ্ছিলেন।

পুলিশের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়, প্রাথমিক তদন্ত থেকে মনে করা হচ্ছে সহকর্মীকে খুন ও তার পর আত্মহত্যার ঘটনা।

Merigunj-II Gram Panchayat
Purba Tentulbeira, Kailashnagar, kultali, 24 PGS (S)

e-Tender Notice

e-Tender is invited through e-Procurement System from the bonafied and resourceful contractors for execution of different development works under **5th SFC, 15th FC and PBG Fund** vide **NIT No- 19, 20, 21, 22 & 23/MERI-II/KUL/2024, Date- 05/12/2024.** Bid Submission Closing Date (Online): **12.12.2024 up to 05:00 PM.** Technical Proposal Opening Date: **16.12.2024 at 11:00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Merigunj-II Gram Panchayat

e-TENDER NOTICE

e-Tender invited by the Prodhan Bethuadahari-I Gram Panchayat, Nakashipara Block, Nadia.
NIET No: WB/NADIA/BETHUADAHARI-I GP/NIET- 04/2nd Call/CFC/2024-25.Bid submission closing date: 23/12/2024 at 12 noon (may be very as per availability of slot e-tender site). Technical Bid open: 26/12/2024 at after 2 PM. NIET No: WB/NADIA/BETHUADAHARI-I GP/NIET- 18/GWM/3nd Call/CFC/2023-24 (2024-25). Bid submission closing date: 19/12/2024 at 9 A.M. (may be very as per availability of slot e-tender site). Technical Bid open : 21/12/2024 at after 2 P.M.NIET No: WB/NADIA/BETHUADAHARI-I GP/NIET- 08/15th FC/2024-25. Bid submission closing date: 17/12/2024 at 5 P.M. (may be very as per availability of slot e-tender site). Technical Bid open : 19/12/2024 at after 2 P.M. Details on: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Bethuadahari-I Gram Panchayat, Nakashipara Block, Nadia.

E-TENDER NOTICE

Tenders are invited by the undersigned against **NIT No. 2/2024-25, dt. 05.12.2024** for Painting & Some Portion Repairing Work of Boundary Wall at WBCADC Gaighata Project of **Estimated value Rs. 3,59,523.00.** The last date of issue of Tender paper is on **17.12.2024.** The detailed information is available in website www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Officer-In-Charge
WBCADC, Gaighata Project

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender & Tender

e-Tenders & Tender are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. E-Tenders details are given bellow:

E-NIT No. 737/MOG-I/24, Dated- 09-12-2024
E-NIT No. 738/MOG-I/24, Dated- 09-12-2024
E-NIT No. 739/MOG-I/24, Dated- 09-12-2024

Last Date of Bid Submission: **17/12/2024 at 18:55 Hrs.** For details log on https://wbtenders.gov.in

NIT No. 740/MOG-I/24, Dated- 09-12-2024
NIT No. 741/MOG-I/24, Dated- 09-12-2024
NIT No. 742/MOG-I/24, Dated- 09-12-2024
NIT No. 743/MOG-I/24, Dated- 09-12-2024
NIT No. 744/MOG-I/24, Dated- 09-12-2024
NIT No. 745/MOG-I/24, Dated- 09-12-2024
NIT No. 746/MOG-I/24, Dated- 09-12-2024

For details Follow the Notice Board of GP Office. Last Date of Sale of Tender Form : **17/12/2024 at 14:00 Hrs.** Last Date of Bid Submission: **20/12/2024 at 11:00 Hrs.**

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

তরুণদের মধ্যে লাগাতার বেড়ে চলেছে ব্রেন স্ট্রোক

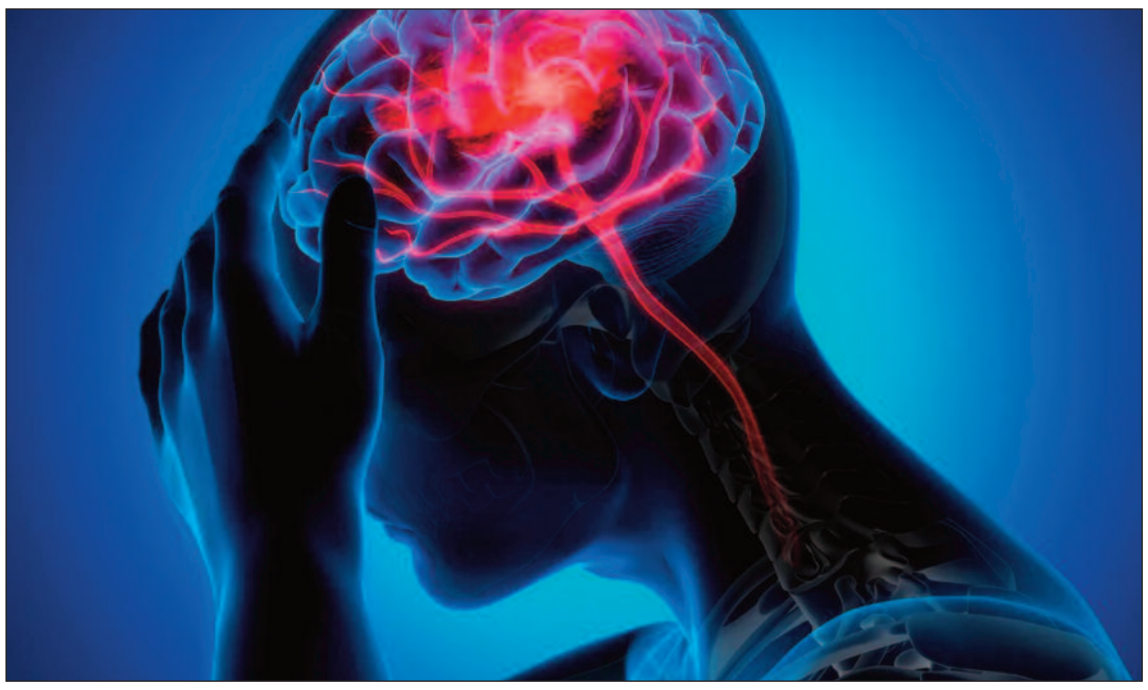

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্তমানে হার্ট অ্যাটাকের মতো ব্রেন স্ট্রোকের ঘটনাও বাড়ছে। আগে সাধারণত বয়স্করা এই রোগে আক্রান্ত হতেন। কিন্তু, এখন এর শিকার তরুণরাও। পরিসংখ্যান বলছে,গত দুই দশকে তরুণদের মধ্যে ব্রেন স্ট্রোকের ঘটনা প্রায় ১৫ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, এখন ১৮ বছর থেকে ৪৪ বছরের মধ্যে ব্রেন স্ট্রোকের ঘটনা বাড়ছে। ২০১০ সাল থেকেই ব্রেন স্ট্রোকের হার বেড়েছে।

সিডিসি-র এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই কয়েক বছরে মানুষের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এছাড়া খাওয়ার ধরনও ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। সিডিসি- এর মতে, গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়েছে। পুরুষদের মধ্যে প্রায় ৭ শতাংশ এবং মহিলাদের মধ্যে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে যে, ব্রেন স্ট্রোক সারা বিশ্বে মৃত্যুর পঞ্চম বৃহত্তম কারণ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগী লক্ষণগুলি সম্পর্কে সচেতন হন না এবং দেরিতে হাসপাতালে পৌঁছন। চিকিৎসায় দেরি হলে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ে।

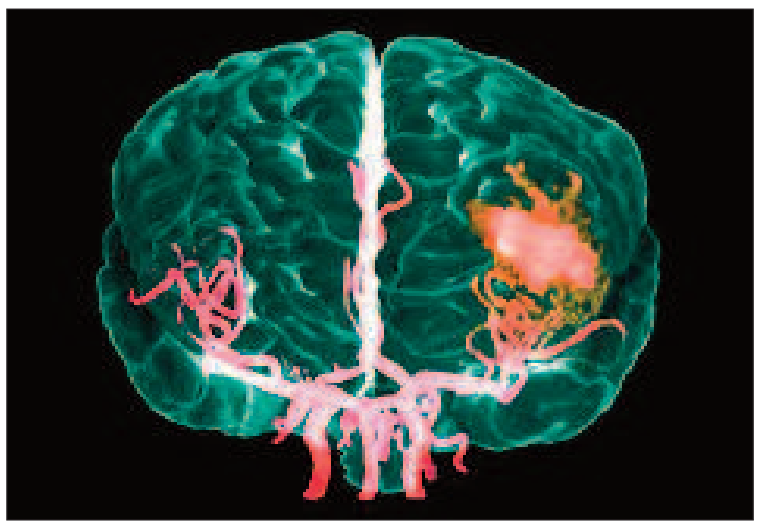

কেন ব্রেন স্ট্রোকের ঘটনা বাড়ছে?

গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, ব্রেন স্ট্রোকের ঘটনা বৃদ্ধির অনেক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধা, উচ্চ রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল প্রধান কারণ। মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে রক্ত চলাচল ঠিকমতো হয় না। এর ফলে স্ট্রোক হয়। একইভাবে, ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধির কারণে, মস্তিষ্কে উপস্থিত শিরাগুলির উপর বেশি চাপ পড়ে এবং ভিতরে রক্তপাত হয়। তাই স্ট্রোক এড়াতে উচ্চ রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা।

যাঁদের ঝুঁকি বেশি

সিডিসি অনুসারে, যাঁরা প্রচুর ধূমপান করেন, অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করেন, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করেন এবং স্থূলতা বেশি তাঁদের স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি থাকে। এটি ১৮ বছর বয়সি কারও হতে পারে। তাই গবেষকরা ধূমপান ও অ্যালকোহল পান না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

স্ট্রোকের প্রাথমিক উপসর্গ

ঝাপসা দৃষ্টি
মাথা ঘোরা
কথা বলতে সমস্যা

রক্ষা পাওয়ার উপায়

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখুন
দৈনিক ব্যায়াম
ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন
মাথাব্যথার সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কুকুরে কামড়ালে কী করবেন, আর কী নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি কুকুরের কামড়ের অনেক ঘটনা কথা সামনে আসছে। এমন পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে যে, কুকুরের কামড়ের পর হলুদ, লঙ্কা, কোলগেট ইত্যাদি লাগিয়ে মানুষ হাসপাতালে পৌঁছে যাচ্ছেন। চিকিৎসকরা বলছেন এমনটি না করতে, কারণ এতে ত্বকে সংক্রমণ হতে পারে।

কুকুরের কামড়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এরপর রোগী সঠিক প্রাথমিক চিকিৎসা পান না। এমন পরিস্থিতিতে অনেক রোগী প্রায়ই হাসপাতালে আসেন, যাঁরা নিজেরাই কুকুরের কামড়ের চিকিৎসা করার চেষ্টা করেন। কেউ ক্ষতস্থানে হলুদ লাগান, কেউ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, কেউবা ক্ষতস্থানে মোটা ব্যান্ডেজ লাগান। যার কারণে কুকুরের লালায় থাকা ভাইরাস কমার পরিবর্তে দ্রুত রোগীর শরীরের ভিতরের টিস্যু ও রক্তে পৌঁছে যায়, যা ক্ষতিকর।

এই প্রসঙ্গে চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, কুকুরের কামড়ের ফলে জলাতঙ্ক নামক রোগ হয়। এই রোগটি এতটাই বিপজ্জনক যে এর চিকিৎসা সম্ভব নয় এবং মানুষ অচিরেই প্রায় প্রাণ হারায়। কুকুরের কামড়কে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ক্যাটাগরিতে কুকুরের লালা অক্ষত ত্বকের সংস্পর্শে আসে, দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে এটি ব্যক্তির ত্বকে আঁচড়ের সৃষ্টি করতে পারে এবং তৃতীয় ক্যাটাগরি সবচেয়ে বিপজ্জনক, যেখানে মানুষের শরীর থেকে কুকুর বা অন্য কোনও প্রাণী মাংস বের করে নেয়।

কুকুরে কামড়ানোর পর ক্ষতস্থানে হলুদ, লবণ ও লঙ্কা মাখিয়ে অনেকে আসেন, যা ঠিক নয়। তিনি বলেন, কুকুরের কামড়ের ক্ষেত্রে আহত স্থানটি প্রায় ১০ মিনিট ধরে জলে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং এর জন্য সাবানও ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে খালি হাতে নয়। ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য পরিষ্কার জল দিয়ে ক্ষত ধোয়ার পরে, বেটাডিন ইত্যাদির মতো অ্যান্টিসেপটিক প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া টিটেনাস এবং জলাতঙ্ক উভয়ের টিকা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিতে হবে। কিছু মানুষ কুকুরের কামড়ের পরে ক্ষত সেলাই করেন, এমনটি করা উচিত নয়। এর পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে অ্যান্টিবায়োটিকও খেতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, কুকুর কামড়ানোর পরে, নন-ভেজ এবং মশলাদার খাবার এড়ানো উচিত।

শীতের হিমেল বাতাস, বিশেষ সতর্কতা এবং অতি আদরের মধু

ডা শামসুল হক

জাঁকিয়ে পড়ছে শীত। বিলম্বে হলেও তার আগমনে খুশি সকলেই। শিশু আর বয়স্করা তো পরম আনন্দে আপ্লুতও। খুশীতেই ডগমগ অন্যান্যরাও। এই রোদ ঝলমলে সকাল। সঙ্গে উত্তুরে হাওয়া। অনেক পালা পার্বণ এবং আয়েশ করে খাওয়া দাওয়া। জমে উঠবে রাতের ঘুমটাও। আহা কয়েকটা দিন এবার কাটানো যাবে বেশ আরামেই।

অতি প্রত্যাশিত এই ঋতুর আগমনের অপেক্ষাতেই এতদিন ছিলাম আমরা সকলে। কিন্তু তার জন্য যে সর্তকতা অবলম্বনের প্রয়োজন সেটা কি আদৌ নিতে পেরেছি আমরা? কারণ চতুর্দিকে এখন পরিবর্তনের হাওয়া। বাদ নেই ঋতু পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও। অত এব বিলম্বিত এই হিমেল বাতাসের পরশ এবং সোনালী রোদ্দুরের ছোঁয়া পাওয়ার মধুর মুহূর্তটুকু মনের মাঝে হাজারো রোমাঞ্চের সৃষ্টি করলেও তার পরের কথা ভেবে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ও নিশ্চয়ই আছে।

হঠাৎ হঠাৎই হিমেল বাতাসের পরশে সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হয়ে পড়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। যাদের আবার শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে, অথবা আছে চট করে ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার প্রবণতা তাঁদের একটু বেশিই সতর্ক হতে হবে। তখন হাতের কাছেই রাখতে হবে মধু, একেবারেই খাঁটি মধু।

এখন কোথায় পাওয়া যাবে নির্ভেজাল মধু? হাতে একটু সময় থাকলেই চলে যান গ্রামেগঞ্জে । সেখানে আছে অজস্র বনজঙ্গল। এখন বিভিন্ন ধরণের ফুল ও ফলের ভরা মরশুম। এইসময় বনেবাদাড়ে অতি নিশ্চিন্তেই বাসা বাঁধে মৌমাছির দল। তারা চাক বাঁধে আর সেখানেই সঞ্চিত রাখে তাদের সমস্ত

মূলধন। বলা যেতে পারে সেটাই তাদের ভবিষ্যতের খাদ্যদ্রব্য, কিন্তু আমরা অতি স্বার্থপরের মতোই ছিনিয়ে নিই তাদের সমস্ত অধিকার।

তাই ঘটনা যাই হোক না কেন, হাজারো খাদ্যগুণে সমৃদ্ধ এই বস্তুটি মানুষকে যে কতখানি স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পারে তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। বহুবিধ খাদ্যগুণ তো এর আছেই, আছে অনেক ঔষধি গুণাগুণও। তাইতো এর ব্যবহার চলে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। ছেলে, বুড়ো, জোয়ান সকলের কাছেই সমানভাবে সমাদৃত অতি মহার্ঘ বস্তুটি।

মধু অত্যন্ত মিষ্টি বলে অনেকেরই ধারণা এর মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণ চিনি। কিন্তু তাতে চিন্তিত হওয়ার যে কোন কারণ নেই তা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরাই। এর মধ্যে আছে গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ নামক দুই ধরণের সুগার। আর থাকে সামান্য পরিমাণ ম্যালট্রোজ। এর মধ্যে শর্করার পরিমাণ এত বেশি থাকে বলে এর মধ্যে কোন জীবাণুই জন্মাতে পারে না। এতে আছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ, বি, সি। আছে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম সহ বহুবিধ খনিজ পদার্থ। এর মধ্যে কোলেস্টেরল নেই বলে খাওয়া যেতে পারে অতি নিশ্চিন্তেই।

শীতকালে ঠাণ্ডার আমেজে শরীরের উত্তাপ সাময়িকভাবে কমে যেতেই পারে । আর তা যদি ঘটে তাহলে মুক্তি মিলতে পারে মধু মুখে দিলেই। কারণ এর মধ্যে আছে শরীরের উত্তাপ বাড়াবার অমোঘ ক্ষমতা । বাড়াতে পারে দৈহিক শক্তিও।

শীতের দিনে খালি গায়ে মিঠে রোদ্দুরের পরশ নিতে কার না ভালো লাগে । গ্রামের দিকে তো আবার এমন দৃশ্য দেখা যায় প্রতিনিয়তই। আর এইভাবে উত্তাপ নিতে নিতেই একটু কালচে হয়ে যেতে পারে গায়ের রঙটাও। শুষ্ক ও রুক্ষ্ম হয়ে যেতে পারে হাত, পা সহ দেহের চামড়াও। দেখা দিতে পারে সেইসব জায়গায় ফাটাফাটা চিহ্ন। বয়স্কদের এবং শিশুদের মধ্যে তা বেশি লক্ষ্য করা গেলেও বাদ যায়না অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরাও। আর সেইক্ষেত্রে সকলকেই অতি সযত্নে রক্ষা করতে পারে এই মধুই। কারণ এর মধ্যে আছে অনেক অ্যান্টিফাংগাল উপাদান। আর সেটাই ছত্রাক অথবা অন্যান্য কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ত্বককে রক্ষা করতে পারে অতি সযত্নেই সেক্ষেত্রে মধুর সঙ্গে অল্প জল মিশিয়ে প্রলেপ দিলেই ভাল কাজ পাওয়া যাবে।

মধুর মধ্যে প্রোবায়োটিক, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পুষ্টিকর উপাদান এবং নির্যাস মিলিতভাবে কাজ করে বলেই ত্বক থাকে অত্যন্ত মসৃণ এবং টানটানও। আর এর সবচেয়ে বড় গুণ হল ত্বককে তৈলাক্ত না করেই তার আদ্রতাটিকে খুব সুন্দরভাবে রক্ষা করা।

আর মধু ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল শুষ্ক এবং তৈলাক্ত উভয় ত্বকেই তা অতি নিশ্চিন্তেই ব্যবহার করা যায়।

শীত এসে গেছে। তাই ঠাণ্ডা লাগা বা সর্দিকাশি থেকে সতর্ক থাকতেই হবে। নিয়মিতভাবে মধু খাওয়ার অভ্যাস থাকলে কিছুটা নিরাপদ থাকা যাবে বৈ কি। তবুও যদি একটু বেশি বেশিই ঠাণ্ডা লেগে যায় তাহলে চার পাঁচটা গোলমরিচ , সামান্য আদা এবং আধ চা-চামচ মধু দাঁত দিয়ে একটু চিবিয়ে চিবিয়ে গিলে নিলে উপকার মিলবেই।

মধু হল কোটি কোটি মৌমাছির অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অতি অবশ্যই অধ্যাবসায়ের ফসলও। সঞ্চয়ের নিজস্ব সম্পদ তো নিশ্চয়ই। ফুলে ফুলে ঘুরে প্রথমে তারা সংগ্রহ করে তার মিষ্টি রস। তারপর সেই রস নিজেদের পাকস্থলীর মধ্যে সাময়িকভাবে জমা করে তারা।

সেখানেই সেই পদার্থের ঘটে রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং তৈরি হয় মিষ্টি মধু। সেই মধু তখন তারা নিজেদের ভবিষ্যতের খাদ্য হিসেবেই জমা রাখে তাদের নিজস্ব প্রকোষ্টে। স্থানের কারণে এবং বিভিন্ন ধরণের ফুলের জন্য মধুর রঙ বা স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন হতেই পারে, কিন্তু সব স্থানের মধুর গুণগত মান যে একই তা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরাই। আর অতি মূল্যবান সেই উপাদানকেই আমরা ব্যবহার করি আমাদের নিজেদেরই প্রয়োজনে।